বর্ষ-৭৯

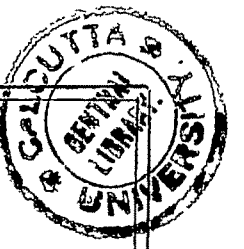

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

এক সপ্ততিতম বর্ষ ॥ প্রথম—চতুর্থ সংখ্যা
১৩৭১

7-2

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলি-৬

294076

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ -পত্রিকা-

CUL-H0/946-72-294076

ত্রৈমাসিক

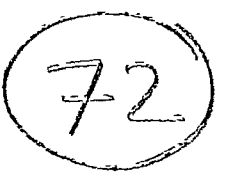

একসপ্ততিতম বর্ষ ॥ প্রথম—চতুর্থ সংখ্যা

১৩৭১

758.3
·025 B
ব্ব ৭১,৭২
(সং ১-৪)
১৩৭১-৭২

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষ ৭১ ॥ সংখ্যা ১-৪

সূচীপত্র

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও বাংলা সাহিত্য
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের গ্রন্থপঞ্জী
দাশরথিরায়ের পাঁচালি : শিল্প

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
বর্ষ ৭১, সংখ্যা ১-৪
১৩৭১

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও বাংলা সাহিত্য

ভবতোষ দত্ত

শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' সংস্কৃত সাহিত্যের একটি সুপরিচিত নাটক। সংস্কৃত শেষের দিকে রচিত হলেও প্রবোধচন্দ্রোদয় একটি অভিনব নাট্যরীতির সূত্রপাত ল। অধ্যাপক কীথ বলেন,

We cannot say whether Krishnamisra's Prabodhchandrodaya was revival of a form of drama which had been practised regularly if on a mall scale since Asvaghosha or whether it was a new creation

ংস্কৃতে নাটকেরই অন্য নাম রূপক, কিন্তু আধুনিক কালে রূপক নাটক বলতে করই এক বিশিষ্ট শ্রেণীকে বোঝায়। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবোধচন্দ্রোদয়ের পূর্বে এই র নাটকের নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই নাটকের গোড়াতেই এর রচনার উপলক্ষটি আছে। চন্দেল্লরাজ কীর্তিবর্মণের সেনাপতি গোপাল চেদিরাজ কর্ণকে যুদ্ধে পরাস্ত বিশ্রামসুখ উপভোগ করছিলেন। এতদিন নানা কর্মব্যস্ততায় গোপাল ব্রহ্মানন্দরস াদন করতে পারেননি। এবার তিনি শ্রীকৃষ্ণমিশ্রকে অনুরূপ রসের একখানি নাটক ন করতে আদেশ দিলেন। এর অভিনয় দর্শনের দ্বারাই তিনি তাঁর বিশ্রামকে নন্দে পূর্ণ করতে চাইলেন। তারই ফলে রচিত হল প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক।

শিলালিপি থেকে জানা যায়, কীর্তিবর্মণের সময় ১০৯৮ খ্রীষ্টাব্দ এবং কর্ণের সময় ১০৪২ াব্দ। নাটকের রচনাকাল সুতরাং একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। প্রস্তাবনায় যে হাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে তার থেকে অনুমান করা যায়, নাটক রচিত হয়েছিল হোত্তি নামক স্থানে। আধুনিক বুন্দেলখণ্ডই ছিল সেকালের জজাহোতি। মহোবা লিপি থেকেও এটি সমর্থিত হয়। মহোবা শিলালিপির ভাষা ও ভঙ্গি প্রবোধচন্দ্রোদয় করই অনুরূপ।[১] এটি যে বহুল প্রচারিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

াংলাদেশ থেকে বহুদূরে রচিত হয়ে থাকলেও প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক বাংলাদেশে ছিল টত। এর একাধিক টীকাও এদেশে লেখা হয়েছে। শুধু মধ্যযুগে নয়, ঊনবিংশ ীতেও এই নাটক একাধিকবার অনূদিত হয়েছে। নানা ভাবেই এর প্রভাব াদেশের সাহিত্যে এবং চিন্তাতে এসে পড়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে মূল বক্তব্যের প্রয়োজনেই প্রবোধচন্দ্রোদয় কর গল্পটিও সংক্ষেপে বিবৃত করা দরকার।

টি বিরুদ্ধ দলের যুদ্ধ-কাহিনী দিয়ে নাটকের আরম্ভ। একদিকে আছে প্রবৃত্তি,

[১] Epigraphica Indica, Vol I, p 218.

অন্যদিকে নিবৃত্তি। তারা দুজনেই মনের পত্নী। মনের পিতা পরমাত্মা এবং জননী শ্র বৃত্তির পুত্র মহামোহ এবং সঙ্গী অহংকার, দম্ভ, অসত্য, লোভ এবং তার পত্নী তৃষ্ণা, এবং তার পত্নী হিংসা, মিথ্যাদৃষ্টি, বিভ্রমবতী দাসী, দিগম্বর সিদ্ধান্ত, তামসী শ্রদ্ধা, বু সোমসিদ্ধান্ত ইত্যাদি। অন্য পক্ষে নিবৃত্তির পুত্র বিবেকের নেতৃত্বে আছে মতি, ধর্ম, মৈত্রী, শান্তি, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, সন্তোষ, বস্তুবিচার, ভক্তি, উপনিষদ্দেবী, গীতা ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক থেকে জানা যায়, রাজা মহামোহ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এবং উপনিষদের পুত্র প্রবোধের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তারা নির্মূল হবে, তাও আমরা জ পারি।

দ্বিতীয় অঙ্কে মহামোহের প্রস্তুতি। দম্ভ, অহংকার, চার্বাক, লোভ, তৃষ্ণা, ক্রোধ, প্রভৃতি সকলেই বারাণসীর রণক্ষেত্রে সমবেত।

তৃতীয় অঙ্কে জননী শ্রদ্ধার অনুসন্ধানরত শান্তি ও করুণা। এই অঙ্কে বিভিন্ন ধ উল্লেখ এবং আচরণ বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। তাদের আচরণ-বিধি স্বভাবতই প মনে অশ্রদ্ধার উদ্রেক করে। আমরা জানতে পারি, সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা জলে স্থলে পাতালে কোথাও নেই। তিনি আছেন ধার্মিকের হৃদয়ে।

চতুর্থ অঙ্কে বিবেকের যুদ্ধ-প্রস্তুতি বর্ণনা। তারাও সবাই সমবেত হয়েছে কা বিবেক যুদ্ধকৌশল বর্ণনা করলেন—বস্তুবিচার দিয়ে কামকে, ক্ষমা দিয়ে ক্রোধকে সন্তোষ দিয়ে জয় করতে হবে লোভকে।

পঞ্চম অঙ্কে শ্রদ্ধা করুণা এবং শান্তির কাহিনী। তাদের সংলাপে নাটকের গতি বোঝানো হয়েছে। বিবেক ন্যায়শাস্ত্রকে পাঠিয়েছিলেন মহামোহের কাছে। ক্রুদ্ধ মহামোহ তার সৈন্যদের যুদ্ধ করতে আদেশ দিল। বিবেকের পক্ষে এলেন বেদ বে ধর্মশাস্ত্র পুরাণ ইতিহাস নিয়ে দেবী সরস্বতী। বৈষ্ণব সৌর এবং শৈব শাস্ত্রও তাঁ যোগ দিলেন। বৌদ্ধমত-প্রেরিত বস্তুবাদ পর্যুদস্ত হল, বৌদ্ধশাস্ত্র নিশ্চি হয়ে বেদান্তশাস্ত্রের বন্যায় তারা ভেসে গেল। বৌদ্ধেরা পালিয়ে গেল সিন্ধু, গান্ধার, প মগধ, অঙ্গ এবং কলিঙ্গে। দিগম্বরসিদ্ধান্ত এবং কাপালিকরা অদৃশ্য হল আভীর এবং পাঞ্চাল দেশে। মহামোহ এবং তার অনুচরেরা নিহত হলে মন করতে লাগল। বৈয়াসিকী সরস্বতী উপস্থিত হয়ে তাকে সান্ত্বনা দিলেন।

ষষ্ঠ অঙ্কে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের দার্শনিক সিদ্ধান্তটি উপস্থাপিত। আত্মা বিঘ্নমুক্ত হয়েছে, তিনি এখন সকল কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে। উপনিষদ্দেবী তাঁর বর্ণনা করেছেন কোন কোন বিঘ্ন এবং ক্লেশের মধ্যে দিয়ে উপনিষদকে আসতে হয়েছে

নীতান্যমূনি মঠচত্বরশূন্যদেবাগারেষু মূর্খমুখরৈঃ সহবাসরাণি।[২]

---

২ গঙ্গাধর ন্যায়রত্নের অনুবাদ কিছু ভিন্ন—'আমি এতাবৎ দিবসে মঠ চত্ব দেবালয় ইত্যাদি স্থলে বাচাল মূর্খ ব্যক্তিসকলের সমভিব্যাহারে কাষ্ঠ লোষ্ট্র প্রভৃতির ন্যায় বাস করিয়াছিলাম।' ঈশ্বর গুপ্ত অনুবাদে মূলকেই অনুসরণ করেছেন

দেবীকে নানা ধর্মাচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যেও অবস্থান করেছেন। তিনি দেখলেন সর্বত্র কর্মমীমাংসারই প্রাধান্য, ব্রহ্মমীমাংসার প্রসঙ্গ কোথাও নেই। পুথিপুস্তকভারগ্রস্ত যজ্ঞ-সর্বস্ব কর্মমীমাংসা উপনিষদ্দেবীকে বেশিদিন সহ্য করতে পারল না। উপনিষদ্দেবী সেখান থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন আর-এক কর্মমীমাংসা-সহচরীর কাছে। তিনি শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদি প্রমাণের অনুগতা। সেখানে কুমারিল স্বামী-প্রোক্ত এক তত্ত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। প্রভাকরের গুরু-মতের সঙ্গেও তার দেখা হল। বৈশেষিক ন্যায় সাংখ্য—একে একে এদের সঙ্গেও তার পরিচয় হয়েছে। কিন্তু কেউ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু নন। উপনিষদ্দেবী কোথাও আশ্রয় না পেয়ে মন্দর পর্বতে শ্রীমধুসূদনের মন্দিরের নিকটে এলেন। তর্কবিদ্যার হস্তেও দেবী নিগৃহীত হন। মধুসূদন-মন্দিরের কয়েকজন পুরুষ তাঁকে উদ্ধার করে। দেবী গীতার আশ্রমে অবস্থান করতে লাগলেন।[৩] গীতা দেবীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

অস্য নাত্র খেদয়িতব্যং মনো যে খলু ত্বামপ্রমাণীকৃত্যাসুরসত্ত্বাঃ প্রচরিষ্যন্তি তেষামীশ্বর এব শাস্তা।

আত্মা জিজ্ঞাসা করলেন, পরমেশ্বর কে ?

উপনিষদ্দেবী বললেন, পরমেশ্বরই আত্মবিস্মৃত পরমাত্মা।

এই সময়ে নিদিধ্যাসন এসে বললেন বিষ্ণুভক্তি দেবীর আদেশে বিদ্যা ও প্রবোধের উৎপত্তির উপদেশ দিয়ে আত্মার হৃদয়ে প্রবেশ করবেন। তাতেই আত্মার মোহান্ধকার দূরীভূত হল এবং প্রবোধচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটল।

উপরে সংক্ষেপে বিবৃত কাহিনী থেকে পাঠক প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের দুটি বৈশিষ্ট্য সহজেই অনুভব করবেন। এ নাটক মানবীয় রসের বাস্তবধর্মী নাটক নয়, এমনকি নিছক কাব্যরস সৃষ্টিও এর উদ্দেশ্য নয়। এতে ভারতীয় তত্ত্বচিন্তাকে নাটকীয় পদ্ধতিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে। নির্বস্তুক চিন্তা ও তত্ত্বগুলি এতে চরিত্ররূপে অঙ্কিত, বিভিন্ন মতের দ্বন্দ্ব ও খণ্ডন—যা বিভিন্ন কালে ভারতবর্ষের দার্শনিক মনীষীরা করে গিয়েছেন—এখানে তাই নাটকীয় ঘটনার আকারে দেখানো হয়েছে। বৌদ্ধ জৈন কর্মমীমাংসা ন্যায় দ্বৈতবাদ ব্রহ্মবাদ—ভারতীয় দর্শনচিন্তার বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতগুলিকে সংহত করে কৃষ্ণমিশ্র নিপুণ-ভাবে কাহিনীর আকারে সাজিয়েছেন বিশুদ্ধ রূপকের পদ্ধতিতে। ইংরেজিতে এই রূপককে বলে এলিগরি। সংস্কৃত অলংকারে এর আলাদা কোনো বিশেষ নাম নেই। তার কারণ বোধ হয় এই যে, রূপক আমাদের মানস-প্রকৃতির সাধারণ লক্ষণ—ধ্বনি ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ না হলে কোনো রচনাই কাব্যত্ব লাভ করে না। কোনো কোনো রচনা রসকে ধ্বনিত করে আবার অনেক রচনাই রসকে ব্যঞ্জিত হয়তো করে না, কিন্তু বৈদগ্ধ্য দ্বারা ধ্বনি সৃষ্টি করে থাকে। রূপক থাকবেই, কোথাও রূপক রসসিদ্ধ, কোথাও ধ্বনিমাত্র সিদ্ধ।

---

৩. উপনিষদকে গীতা রক্ষা করেছে এই ধারণার মূল স্বরূপ এই শ্লোকটি স্মরণীয় ঃ

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

এই নাটকের দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিশেষত্ব এর দার্শনিক সিদ্ধান্ত। সুশীলকুমার দে বলেন ঃ

On the doctrinal side the composition attempts to synthesise Advaitic Vedanta with Vishnubhakti.[৪]

বিষ্ণুভক্তির সাহায্যেই পুরুষের অজ্ঞান-আবরণ দূর হয়। জ্ঞানের উৎস উপনিষদ মধুসূদন-মন্দিরেই আশ্রয় পেয়েছে, বিষ্ণুর অনুচরেরাই তাকে নিগ্রহ থেকে রক্ষা করেছে। এই ভক্তি-ধর্মের উৎকর্ষ দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকার অদ্বৈত ব্রহ্মের ধারণাও প্রকাশ করেছেন ঃ

এষোঽস্মীতি বিবিচ্য নেতি পরিতশ্চিত্তেন সার্দ্ধংকৃতে,
তত্ত্বানাং বিলয়ে চিদাত্মনি পরিজ্ঞাতে তদর্থে পুনঃ।
শ্রুত্বাতত্ত্বমসীতিবাধিত ভবধ্বান্তং তদাত্মপ্রভং,
শান্তং জ্যোতিরনন্তমন্তকরিতানন্দং সমুদ্যোততে ॥—ষষ্ঠ অঙ্ক, ২৮

এই বস্তুজগৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে পরে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করো যে এই জগৎই ব্রহ্ম নয়। জগৎ অলীক প্রতিভাত হলে 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের দ্বারাই শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম অবধারিত হয়। সংসার-অন্ধকারকে দূর করতে পারে সেই তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ অগ্নিজ্যোতিঃ।

জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ই প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের লক্ষ্য। জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদ উভয় মতবাদের উৎসই অবশ্য উপনিষদ। উপনিষদের ব্যাখ্যাসূত্রেই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের উদ্ভব। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে উপনিষদ্দেবীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মবোধের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। প্রাচীনতম যুগ থেকে ভারতবর্ষে বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থান গড়ে উঠেছে। উপনিষদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নানা দার্শনিক ও ধর্মচিন্তার জটিলতায় বিস্মৃত হবার উপক্রম হয়েছিল। ভক্তিহীন নৈয়ায়িক কূটতর্ক বিচার ঈশ্বর-সন্ধান থেকে জিজ্ঞাসুকে বিভ্রান্ত করেছে। একমাত্র ভগবদ্গীতার আশ্রয়ে উপনিষদের জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ সমন্বিত ও রক্ষিত হয়েছিল। গীতার এই ভূমিকাটি এই নাটকে সমান গুরুত্ব পেয়েছে।

২

আমাদের কাছে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের গুরুত্ব বিশেষ করে গৌড়ের উল্লেখ থাকার জন্য। এই নাটকের রচনাস্থান এবং রচনার উপলক্ষের সঙ্গে গৌড়ের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই। কিন্তু নাট্যকার বর্ণনাপ্রসঙ্গে রাঢ়দেশকে নিয়ে এসেছেন। তখন গৌড়ের রাজা নয়পাল (১০৩৮-১০৫৫)। নয়পালকে কর্ণ যুদ্ধে পরাজিত করেন, পরে কর্ণকেও নয়পাল পরাজিত করেন। নয়পালের পুত্র বিগ্রহপালের (১০৫৫-১০৭০) সময়েও কর্ণ আবার তাঁকে আক্রমণ করে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধও শেষ নয়। তৃতীয় বিগ্রহপালের সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণ নিজেই পরাজিত হন। পশ্চিমবঙ্গের কতক অংশ যে কর্ণের অধিকারে ছিল শিলা-লিপিতেই তা জানা যায়। এই সূত্রে কৃষ্ণমিশ্রের সঙ্গে রাঢ়ের যোগ হয়ে থাকতে পারে। ঠিক কি ভাবে হয়েছিল বলা যায় না। তবে দক্ষিণ রাঢ়ের ব্রাহ্মণদের আভিজাত্য ও বৈদগ্ধ্যের খ্যাতি যে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কাশীকে যুদ্ধক্ষেত্র কল্পনা করবার কারণ বোঝা যায়। কাশী ধর্ম ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। কৃষ্ণমিশ্রের সময়ে রাঢ়ও

৪. History of Sanskrit Literature. (Calcutta University), 1947. p 483.

বিদ্যাকেন্দ্ররূপে সুপরিচিত ছিল। দ্বিতীয় অঙ্কে অহংকার ভাগীরথী অতিক্রম করে কাশীতে এসেছে।

জ্বলন্নিবাভিমানেন গ্রসন্নিব জগত্ত্রয়ম্।
ভর্ৎসয়ন্নিব বাগ্‌জালৈঃ প্রজ্ঞয়োপহসন্নিব ॥—২য় অঙ্ক, ৩০

—বোধ হয় যেন জ্বলদগ্নির মতো ত্রিভুবনকে বাগজালে ভর্ৎসনা করতে করতে সকলকে উপহাস করতে করতে নিজে প্রজ্ঞার বড়াই করে ইনি আসছেন।

দেখেই দম্ভের মনে হল, ইনি দক্ষিণ রাঢ়াগত। অহংকার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেই নিজের পরিচয় দিচ্ছে ঃ

গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢা ততো
ভূরিশ্রেষ্ঠিকনামধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা।
তৎপুত্রাশ্চ মহাগুণা নরিদিতাঃ কস্যাত্র তেষামপি
প্রজ্ঞাশীল বিবেকধৈর্যবিনয়াচারৈরহং চোত্তমঃ ॥ —২য় অঙ্ক, ৩৫

গৌড় অতি উত্তম রাষ্ট্র। তাতে রাঢ় দেশ নিরুপম। তাতে আবার ভূরিশ্রেষ্ঠী শ্রেষ্ঠ। আমার পিতা তাতে সর্বজনমান্য ব্যক্তি। তাঁর পুত্রেরা অতিপরিচিত মহাকুলীন। তাদের মধ্যেও বিবেচনা ধৈর্য বিনয় আচার শীল প্রভৃতিতে আমি সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত।

অহংকার আবার শুদ্ধাচার ব্যক্তি ছাড়া আর কারো সঙ্গে বাক্যালাপ করে না। অহংকার শুদ্ধ শ্রোত্রিয়ের কন্যাকে বিবাহ করেছে। এমনকি তার জননীও তেমন শুদ্ধাচারীর কন্যা নন বলে সে তার পিতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। অহংকার তার গৃহিণীকেও পরিত্যাগ করেছে, তার কারণ গৃহিণীর ভ্রাতার বন্ধুর মাতুলকন্যার একটি অপবাদ রটেছিল—যদিও সে অপবাদ মিথ্যা। অতএব তার চেয়ে শুদ্ধ আর কে? দক্ষিণরাঢ়ী ব্রাহ্মণদের প্রতি কৃষ্ণমিশ্রের এই তীব্র ব্যঙ্গ তীব্রতর হয়েছে দম্ভ নামক চরিত্রটির সঙ্গে আত্মগৌরবভাষণের প্রতিযোগিতায়। অবশেষে দম্ভও অহংকারের কাছে নতিস্বীকার করে বলল, ও ইনিই আমাদের পূজ্য পিতামহ অহংকার।

ভূরিশ্রেষ্ঠ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের প্রাচীন কেন্দ্র। ন্যায়কন্দলীর গ্রন্থকার শ্রীধরাচার্য দশম শতাব্দীতে নিজের পরিচয় দিয়ে বলছেন ঃ

আসীদ্দক্ষিণরাঢায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মণং।
ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ ॥

এতে বোঝা যায়, প্রবোধচন্দ্রোদয় রচিত হবার বহু পূর্বেই দক্ষিণরাঢ়ের ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রাম ব্রাহ্মণদের বসতিরূপে সুপরিচিত হয়েছিল। পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য অনুমান করেন, অহংকারের আত্মপরিচয়জ্ঞাপক শ্লোকে নিহিত আছে শ্রীধরের কোনো উত্তরপুরুষ এবং ভট্টমতাবলম্বীদের মধ্যে কোনো বিবাদের ইঙ্গিত।[৫] প্রথমোক্তজন শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের কোনো সমসাময়িক হতে পারেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, ভূরিশ্রেষ্ঠ অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারত-চন্দ্রের জন্মস্থান, ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মে ভুরসুট নামে পরিবর্তিত।

৫. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭-৮

একাদশ শতাব্দীতে বাচে কোন ধরনের বিদ্যার চর্চা হত, প্রবোধচন্দ্রোদয় থেকে তা জানা যায়।—

নৈবাশ্রাবি গুরোর্মতং নবিদিতং তৌতাতিকং দর্শনং।
তত্ত্বং জ্ঞাতমহো ন শালিকগিরাং বাচস্পতেঃ কা কথা॥
সূক্তং নাপি মহোদধে রবিদিতং মহোব্রতী নেক্ষিতা।
সূক্ষ্মা বস্তুবিচারণা নৃপশুভিঃ সুস্থৈঃ কথং স্থীয়তে॥ ২য় অঙ্ক, ৩১

প্রাচীন ন্যায়ের বিভিন্ন মত গুরু শালিক এবং মহাবোধি প্রথম পর্যায়ে কুমারিল বাচস্পতি এবং মহাব্রত পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষভাবে অনুশীলিত হত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাসুদেব সার্বভৌমের সময় পর্যন্ত ষড়দর্শনের চর্চা অব্যাহত থাকলেও কুমারিল ভট্টের তৌতাতিত মত এবং প্রভাকরের মত সূক্ষ্ম বিচারের চূড়ান্ত করেছিল। পূর্ব মীমাংসার সকল মতই অহংকার অধিগত করেছিল।

এর থেকে অনেকে মনে করেন শ্রীকৃষ্ণমিশ্র বাঙালী ছিলেন। পূর্বাঞ্চলে 'মিশ্র' পদবী প্রচলিত থাকলেও এ ধারণা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি।[৬] অবশ্য বাংলা দেশের সঙ্গে গ্রন্থকারের পরিচয় বেশ ভালোই ছিল, সে কথা অবিশ্বাস করার কারণ নেই।

সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের নাটক কালিদাস-বাণভট্টের মতো প্রধান গ্রন্থরূপে গণ্য না হলেও বাংলাদেশের টোলে এ বই পড়া হত। এর দুটি প্রধান টীকা বাংলাদেশেই রচিত —মহেশ্বর ন্যায়ালংকার এবং রুদ্রদেব তর্কবাগীশের টীকা। পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লক্ষ্য করেছেন, নব্যন্যায়ের যুগে দুটি গ্রন্থ বাংলাদেশের চতুষ্পাঠীতে বিশেষভাবেই পড়া হত, একটি চিরঞ্জীবের বিদ্বোন্মাদতরঙ্গিণী,[৭] অন্যটি শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয়। দীনেশচন্দ্রের বৃদ্ধ প্রপিতামহ স্মার্ত রামরাম সিদ্ধান্তবাগীশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বহস্তে এর পুথি নকল করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র ত্রিপুরা অঞ্চলের। দেখা যায় সুদূর পূর্ববঙ্গেও 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের প্রচার ছিল।

৩

ঊনবিংশ শতাব্দীতেও বাংলাদেশে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল, হয়তো বৃদ্ধিই পেয়েছিল। এর কয়েকটি অনুবাদ এবং সংস্করণ হয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্কৃত সাহিত্যের কয়েকটি সুপরিচিত গ্রন্থ প্রকাশ করেছিল, প্রবোধচন্দ্রোদয় অবশ্য তার অন্তর্গত ছিল না। বোম্বাইয়ের এশিয়াটিক সোসাইটি এবং লিটারেরি সোসাইটির সভ্য মেডিকেল কোরের জনৈক জে. টেলর ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে এই নাটকের একটি ইংরেজি

৬. টেলর শ্রীকৃষ্ণমিশ্রকে মৈথিলী মনে করেছিলেন। দ্রষ্টব্য : Dedication of Prabodhachandrodaya or the Moon of Intellect an Allegorical Drama and Atma Bodh or the knowledge of spirit, Bombay, 5th October, 1811.

৭ চিরঞ্জীব শর্মা ও তাঁর গ্রন্থ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য হরপ্রসাদ রচনাবলী ১ম খণ্ড 'চিরঞ্জীব শর্মা'। বিদ্বোন্মাদতরঙ্গিণী বহু পরবর্তী রচনা।

অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদে বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি হয় এবং বিদেশে এর তিনটি সংস্করণ বের করেন যথাক্রমে পি. জি. বোদে (বার্লিন, ১৮২০ খ্রী), ব্রখাউস (লাইপজিগ, ১৮৩৫), গোল্ডস্টুকার (কনিগস্‌বার্গ, ১৮৪২ খ্রী)।

পণ্ডিতসমাজের বাইরে সাধারণ বাঙালী সমাজেও নাটকটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বাংলাদেশের আধুনিক কালের প্রারম্ভে এই নাটকের প্রভাব দুই দিকেই পড়েছিল। প্রথমত এর বিশিষ্ট রূপক-পদ্ধতির আদর্শেই নবসৃষ্ট বাংলা সাহিত্যে রূপকরচনার অনুবর্তন দেখা যায়। সে প্রভাব রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রথম যুগ পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়ে এসেছে। দ্বিতীয়ত প্রবোধচন্দ্রোদয়ের দার্শনিক চিন্তা উনিশ শতকের বিশিষ্ট মননাদর্শের আনুকূল্য করেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্যের বিবরণ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের 'অনেকগুলি অনুবাদে'র উল্লেখ করেছেন। বর্তমান লেখক তিনটি মাত্র অনুবাদের সন্ধান পেয়েছেন। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গদাধর ন্যায়রত্ন এবং রামকিংকর শিরোমণি-কৃত আত্মতত্ত্বকৌমুদী ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৮] বিশ্বনাথ ন্যায়রত্নের অনুবাদ ১৮৪২-এ করা হলেও মুদ্রিত হয়েছিল ১৮৭১-এ। গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন এর অনুবাদ করেন ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। এই সব অনুবাদের দ্বারাই সম্ভবত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'বোধেন্দুবিকাস' নামে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের স্বাধীন অনুবাদে অনুপ্রেরিত হয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থসঙ্গ্রহে সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির বিবরণ প্রকাশ করেন ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে।[৯] সংস্কৃত নাটকগুলির মধ্যে প্রবোধচন্দ্রোদয়ই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। একথা ঈশ্বর গুপ্তই ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রামকান্ত ভট্টাচার্যের শকুন্তলা নাটক অনুবাদের সমালোচনা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন।[১০] তিনি সম্ভবত আত্মতত্ত্বকৌমুদীর কথা মনে করেই এ মন্তব্য করেছিলেন, কারণ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ভবানী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকের যে সংস্করণ করেন তাতে বাংলা অনুবাদ ছিল না। এই নাটকটিতে বাঙালীদের যে বিশেষ আগ্রহ ছিল, ঈশ্বর গুপ্তের উক্তিতে তা প্রমাণিত হয়। হিন্দু কলেজে এটি পাঠ্যও ছিল সম্ভবত অনুবাদে।[১১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নবসৃষ্ট বাংলা সাহিত্য অপেক্ষাকৃত পরিণতি লাভ করল। এ সময়ের সাহিত্যধারা লক্ষ্য করলে এই নাটকটির গভীরতর প্রভাব অনুভব করা

---

৮ সমাচারদর্পণে এই বইটির বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল—'নূতন পুস্তক।—মহামহোপাধ্যায় তত্ত্বজ্ঞাননিধান শ্রীযুত কৃষ্ণ মিশ্র প্রণীতাধ্যাত্মবিদ্যোদ্বোধ প্রবোধচন্দ্রোদয় নামক যে নাটক প্রসিদ্ধ আছে ঐ গ্রন্থ শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন শ্রীগদাধর ন্যায়রত্ন শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি বঙ্গদেশীয় সাধুভাষাতে তর্জমা করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন ও তাহার নাম আত্মতত্ত্বকৌমুদী রাখিয়াছেন ' —সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩-৭৪

৯ বিবিধার্থসঙ্গ্রহ ২য় পর্ব, ১৭৭৪ ফাল্গুন এবং ১৭৭৫ বৈশাখ।

১০ সংবাদপ্রভাকর, ১৮৪৮, ২৮ জুন।

১১ বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, ব্রহ্মমোহন মল্লিকের স্মৃতিকথা।

যায়। সে প্রভাব এসেছিল প্রবোধচন্দ্রোদয়ের রূপকরীতির অনুবর্তনে। পুরনো সাহিত্যরীতির সকল সম্ভাবনা নিঃশেষিত। নতুন ধরনের ভাব ও চিন্তা এসেছে, সাহিত্যে তাদের প্রকাশভঙ্গির নতুনত্বেরও প্রয়োজন দেখা দিল। প্রধানত ইংরেজি সাহিত্যের রীতি-পদ্ধতির অনুসরণে নাটক মহাকাব্য উপন্যাস ইত্যাদি রচিত হয়েছে। কিন্তু অন্তত একটি বিষয়ে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বারা প্রভাবিত ব্যাপকভাবে হয়েছিল, সেটি এই রূপক-রীতি।

ঈশ্বর গুপ্তকে যদি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবি বলে গ্রহণ করি, তবে তাঁর পদ্যরচনাতেই এর প্রভাব দেখা দিয়েছে। অবশ্য তাঁর অনেক কবিতাই রূপক-নামাঙ্কিত হলেও রূপক নয়। সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রে রূপক একটি সুপরিচিত অলংকার, তাকেই প্রসারিত করে কবিতামাত্রেই রূপক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত আধুনিক কালের প্রথম পদ্যপ্রয়াস কখনো সত্য সত্যই রূপক অর্থাৎ এলিগরি, কখনো নিছক ছন্দোবদ্ধ বর্ণনা। এলিগরি রূপে রূপকের ব্যাপক প্রসার যেমন দেখা যায়, তেমনি প্রবোধচন্দ্রোদয়ের সাহিত্যাদর্শই যে এর মূলে ছিল তার প্রমাণ দেওয়াও কঠিন নয়।

ঈশ্বর গুপ্তের রচনাপ্রণালী দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত ছিলেন দ্বারকানাথ অধিকারী, এ কথা বঙ্কিমচন্দ্রই বলেছেন। দ্বারকানাথের একটি মাত্র বই 'সুধীরঞ্জন' বেরিয়েছিল ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে।[১২] দ্বারকানাথ বাংলা সাহিত্যে এমন কিছু স্মরণীয় কবি নন সত্য, কিন্তু তাঁর এই অখ্যাতনামা বইটি থেকেই বাংলা সাহিত্যের একটি গূঢ় ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলে মনে করি। সুধীরঞ্জনে 'রূপক' শীর্ষক একাধিক কবিতা আছে, কিন্তু এই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'মনের রাজত্ব' নামে যে দীর্ঘ সংলাপাত্মক আখ্যান-কবিতা আছে, এটিই বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। এই কবিতার মধ্যে চরিত্র হচ্ছে অখিলেশ, মন, কাম, লোভ, মিথ্যা, প্রতারণা, দম্ভ, বিবেক, ক্রোধ, আশা, অহংকার, মোহ। কবিতার মর্মার্থ মনের প্রমত্ততা ও অনিষ্টকারিতা দেখানো। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে এর চরিত্র-পরিকল্পনার সাদৃশ্য অনায়াসেই চোখে পড়বে, যদিও মূলের দার্শনিক সূক্ষ্মতা কিংবা উদ্দেশ্য এর নেই। মনের রাজত্ব একটি নীতিমূলক কবিতা মাত্র। এই কবিতার রচনাকাল গঙ্গাধর ন্যায়রত্নের অনুবাদ এবং বিবিধার্থসঙ্গ্রহে বিবরণ প্রকাশের পর এবং ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে। ঈশ্বর গুপ্তের বোধেন্দুবিকাস রচিত হয় তারও পরে।

প্রসঙ্গত রূপক নামে অন্যান্য রচনারও উল্লেখ করা যায়। সংবাদপ্রভাকরের লেখকদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো কোনো কবিতা রূপক-রীতি অনুসরণ করেছে। আর-একজন লেখক ছিলেন বলদেব পালিত। তিনি অনেকগুলি রূপক কবিতা লিখেছিলেন।

---

১২. 'সুধীরঞ্জন' দুষ্প্রাপ্য বই। এই বইয়ের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : বর্তমান লেখক-সম্পাদিত 'বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব', ১৯৬৮, পৃ ৩০০-৩০৩

তার মধ্যে 'কবিতার' জন্ম'[১৩] নামক কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। এতে সত্য, কল্পনা, মিথ্যা, অজ্ঞান, কবিতা—এই কয়টি রূপকচরিত্র আছে। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর কিছুকাল পরে 'কবিতার জন্ম' লেখা হয়েছিল। গদ্যেও যে রূপকের চর্চা হয়েছে তার উদাহরণ অক্ষয়কুমার দত্তের স্বপ্নদর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ (১৮৫৩ খ্রী)। অক্ষয় দত্তের এই প্রবন্ধগুলি যথেষ্ট পরিচিত কিন্তু বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'স্বপ্নদর্শন' নামে গদ্য গ্রন্থটি (১৮৫৮ খ্রী) বোধ হয় তত পরিচিত নয়।

অতঃপর বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় বই ঈশ্বর গুপ্তের বোধেন্দুবিকাস।[১৪] বোধেন্দু-বিকাসের সঙ্গে প্রবোধচন্দ্রোদয়ের সম্পর্ক আরও প্রত্যক্ষ, একটি অন্যটির অনুবাদ—আক্ষরিকও বটে বিস্তারীকৃতও বটে। অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে কবি দীর্ঘ স্বরচিত গদ্য পদ্য যোজনা করেছেন। বস্তুত ভাষা শব্দ ও ছন্দের দিক দিয়ে এটি বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি এবং ঈশ্বর গুপ্তের শিল্পীপ্রতিভার বিশিষ্ট নিদর্শন। বোধেন্দুবিকাস ১৮৫৭-৫৮ সালে সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে কবি কর্তৃক 'সংশোধিত পরিবর্তিত এবং নূতন রূপে রচিত হইয়া' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। নাটক হিসাবে বোধেন্দুবিকাস সার্থক না হলেও ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যপ্রয়াসের এটাই ছিল চূড়ান্ত পরিণতি। তাছাড়া এর মর্মও তাঁর নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসের অনুরূপ। এতে সন্নিবিষ্ট গদ্য পদ্য রচনার কোন কোনটি বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রভাকরে বেরিয়েছিল এবং তাতেই ঈশ্বর গুপ্তের বৈদান্তিক চিন্তাধারার বীজ ছড়ানো ছিল। বইটি রচনাকালে ঈশ্বর গুপ্ত গঙ্গাধর ন্যায়রত্নের অনুবাদ ব্যবহার না করে মূল সংস্কৃত নাটকই অবলম্বন করেছিলেন মনে হয়।

বোধেন্দুবিকাস জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে অভিনয় করাবার চেষ্টা হয়েছিল।[১৫] সে-প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হয় নি, কিন্তু প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকটি ঠাকুরবাড়ির সাহিত্যকর্মেও প্রভাব রেখে গিয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০২-তে এর অনুবাদ করেছিলেন, আদ্যানাথ বিদ্যাভূষণের অনুবাদ বেরিয়েছিল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু অনুবাদ এবং প্রত্যক্ষ অনুসরণ ছাড়াও এই নাটকের গভীরতর, প্রচ্ছন্ন কিন্তু নিশ্চিত প্রভাব পড়েছে দ্বিজেন্দ্রনাথ

---

১৩. কাব্যমঞ্জরী (১৮৬৮)-তে সংকলিত। বঙ্কিমচন্দ্র এই কবিতাটির প্রশংসা করেছিলেন।

১৪. এর আখ্যাপত্র—BODHAINDU BICASA / By the Late / Babu Issur-chander Goopto / Published / by Ramchander Goopto / Editor of the Probhakar / বোধেন্দুবিকাস / প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ / অর্থাৎ / স্বভাবানুযায়ি বর্ণন / মহাকবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত / প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুত রামচন্দ্র গুপ্ত / কর্তৃক প্রকাশিত। / কলিকাতা। / প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত। / সিমুলিয়া নয়ানচাঁদ দত্তের স্ট্রিট নং ৫৪/১২৭০ সাল।

১৫. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ১৩২৬, পৃ ৭১-৭২।

ঠাকুরের কাব্য স্বপ্নপ্রয়াণে (১৮৭৫ খ্রী)। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ গবাক্ষ চিত্রমূর্তি ও কারুনৈপুণ্য। তাহার মহলগুলি বিচিত্র। তাহার চারিদিকের বাগানবাড়িতে কত ক্রীড়শৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান।' স্বপ্নপ্রয়াণের এই রূপক প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের রূপকের দ্বারাই কল্পিত।[১৬] অনেকেই মনে করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্য বানিয়ানের পিলগ্রিম্‌স প্রগ্রেসের ছাঁচে কল্পিত, বস্তুত পিলগ্রিম্‌স প্রগ্রেসের চেয়ে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের সঙ্গে এর সাদৃশ্য অনেক বেশি। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের মতই স্বপ্নপ্রয়াণেও দুটি বিরোধী রাজা আনন্দ ভূপ এবং হাহা-হুহু গন্ধর্ব। আনন্দ ভূপের পক্ষে বীররস এবং গন্ধর্ব ভূপের রসাতলপতি ভয়ানক রসের যুদ্ধও প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে রাবাণসী ক্ষেত্রে বিবেক এবং মহামোহের সৈন্যদলের মধ্যে যুদ্ধের অনুরূপ। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের তৃতীয় অঙ্কের সঙ্গে স্বপ্নপ্রয়াণের পঞ্চম সর্গ রসাতলপ্রয়াণ তুলনীয়। প্রথমোক্ত নাটকটির তৃতীয় অঙ্কে তান্ত্রিক বৌদ্ধ কাপালিক জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মমতের রূপক-চরিত্রগুলির সমাবেশে কথোপকথনে এবং স্থূলতায় যে নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে স্বপ্নপ্রয়াণের পঞ্চম সর্গে আধি ব্যাধি ভয়ানক রস কাপালিক ইত্যাদি চরিত্রের সমাবেশে সেই রকম নাটকীয়তাই সূচিত। স্বপ্নপ্রয়াণে কবি কল্পনাকে ফিরে পেয়েছেন, নন্দনপুরে ফিরে এসেছেন, ভয়ানক রস নিহত। প্রবোধচন্দ্রোদয়ে মহামোহ পরাভূত, সৈন্যদল নিহত, করুণা ও শান্তি বিষ্ণুভক্তির কাছে ফিরে এসেছে, বিবেকের প্রবোধোদয়। উভয় রচনারই শেষ পরিণাম শান্তরসের উদ্‌বোধন। স্বপ্নপ্রয়াণ সম্বন্ধে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য সংহত ও তাৎপর্যপূর্ণ যদিও প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের সঙ্গে সাদৃশ্য তাঁর মনে আসে নি·

Swapna Prayan is a kind of modern Morality drama in Bengali poetry in which virtues and vices are personified to fight round the central figure, the 'poet' It may be taken as a metaphysical analysis of poetry artistically designed to show its rightful function in life, and the true conditions on which it could work ; and it has ideas and imaginative visions which are rather Dantesque, but a final mysticism which is wholly Vedantic "[১৭]

স্বপ্নপ্রয়াণে বৈদান্তিক তত্ত্বের অস্তিত্বের উল্লেখ অর্থপূর্ণ, কারণ প্রবোধচন্দ্রোদয়ও বৈদান্তিক-চিন্তারই নাট্যরূপ।

---

১৬. স্বপ্নপ্রয়াণ ও প্রবোধচন্দ্রোদয়ের সমশ্রেণীত্বের উল্লেখ করেছেন শ্রীকানাই সামন্ত। দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২। দুই গ্রন্থের বিস্তৃত সাদৃশ্য আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের কাব্যবাণী (১৯৬৭ খ্রী) 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর'।

১৭ Harendramohan Das Gupta, *Studies in Western Influence on 19th Century Bengali Poetry* (1935) Introductory Chapter II, Section II

মুখ্যত প্রবোধচন্দ্রোদযেব কাহিনী এবং কল্পনা অনুসবণ না কবলেও রূপক বচনাব যে আবহাওযা সেকালেব বাংলা সাহিত্যে গড়ে উঠেছিল এবই প্রবর্তনায ও আদর্শে, তাব আবও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায। ততদিনে নিজস্ব বাংলা কাব্যবীতি প্রতিষ্ঠা লাভ কবেছে। ফলে একাধিক কাব্যে রূপক অবলম্বিত হতে দেখতে পাই। বাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যাযেব যৌবনোদ্যান (১৮৮৮ খ্রী), শিবনাথ শাস্ত্রীব নির্বাসিতেব বিলাপ (১৮৬৮ খ্রী), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাযেব আশাকানন (১৮৭৬ খ্রী) এবং ছাযাময়ী (১৮৮০ খ্রী) প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সুপবিচিত বচনা। এ ছাড়াও অন্যান্য ছোটখাট কাব্য এই প্রথা অনুসবণ কবে এসেছে। এ প্রথা এতই সুলভ হযেছিল যে বঙ্কিমচন্দ্র বলদেব পালিতেব কাব্য-মঞ্জবীব সমালোচনায় মন্তব্য কবেছিলেন ঃ

'এই কবি কিছু রূপকপ্রিয। অনেকগুলি কবিতাই এই অলংকাববিশিষ্ট। এইরূপ কাব্য এ পর্যন্ত কখন অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য মধ্যে গণিত হয় নাই, হইতে পাবেও না।'[১৮]

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁব পবিণত সাহিত্যসৃষ্টিব যুগেও রূপক অবলম্বন না কবে পাবেন নি। রূপককে একটা শিথিললগ্ন অলংকাব রূপে ব্যবহাব না কবে চিন্তা ও কল্পনাব অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে প্রযোগ কবতে পাবলে উচ্চাঙ্গ শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হতে পাবে। বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলা-কান্তেব দপ্তবে'ব একাধিক বচনায এবং 'লোকবহস্যে' রূপক ব্যবহাব কবেছেন, হাস্যবস এবং ব্যঙ্গসৃষ্টিব সফল প্রযোজনে। কিন্তু উৎকৃষ্ট কাব্যবসসৃষ্টিতে রূপকেব প্রয়োগ ববীন্দ্র-নাথেব মতো আব কেউ কবতে পাবেন নি। ঊনবিংশ শতাব্দীব শেষ দশক পর্যন্ত ববীন্দ্রনাথেব কবিতায রূপকেব সুপ্রচুব প্রযোগ দেখা যায। প্রথাগত একটি সাহিত্যবীতি ববীন্দ্রনাথেব হাতে উৎকৃষ্ট কবিকল্পনাব স্বাভাবিক ও অনাযাস প্রকাশভঙ্গিমায পবিণত হল। ববীন্দ্রনাথ নিজেব উপব দ্বিজেন্দ্রনাথেব স্বপ্নপ্রযাণেব প্রভাব অস্বীকাব কবেছিলেন[১৯] সত্য, কিন্তু 'দুই পাখী', 'পবশ পাথব', 'হিং টিং ছট', 'আকাশেব চাঁদ' প্রভৃতি বহু কবিতায রূপকেব ব্যাপক প্রয়োগ বস্তুত উনিশ শতকেব প্রচলিত রূপক আন্দোলনেবই ফল বলে মনে হয় যাব সুদূব সূচনা কবে দিয়েছিল প্রবোধচন্দ্রোদযেব অনুবাদ ও অনুকৃতি।[২০]

---

১৮. সাহিত্য-সাধক-চবিতমালায 'বলদেব পালিত' পৃ, ৭১ দ্রষ্টব্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁব প্রাথমিক কাব্যপ্রচেষ্টায় রূপক কবিতা লিখেছেন, কিন্তু পবে তাঁব মনোভাব পবিবর্তিত হয়। সাহিত্যে এব ব্যাপক প্রচলনেব ফলেই অধ্যাপক প্রভু গুহঠাকুবতা বাংলা সাহিত্যে 'রূপক আন্দোলনে'ব কথা বলেছেন। দ্রষ্টব্য *Bengali Drama* (London 1930), p 219

১৯ ববীন্দ্রবচনাবলী ২ (বিশ্বভাবতী), 'কড়ি ও কোমল' -এব ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২০. দ্রষ্টব্য 'রূপকেব ঐতিহ্য ও ববীন্দ্রনাথ'. সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা, ববীন্দ্র-সংখ্যা, বর্ষ ৬৬।

৪

শুধু সাহিত্যিক শিল্পরীতিকে নয়, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের মূল সিদ্ধান্তও উনিশ শতকের মননধর্মকে সমৃদ্ধ করেছিল। এর তথ্যগত প্রমাণ দেওয়া অবশ্য সহজ নয়, কিন্তু রাম-মোহন থেকে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ পর্যন্ত মননধারার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এই ধারণা বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে।

শোনা যায়, রামমোহনের পূর্বে বেদান্ত-চর্চার ধারা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। রামমোহন ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে বেদান্তগ্রন্থ প্রকাশ করলেন, পরে বিভিন্ন উপনিষদও তিনি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। তাঁকে সমাজ-সংস্কারের কাজে শ্রুতিপ্রমাণের উপরেই নির্ভর করতে হয়েছিল। একেশ্বরবাদী ধর্মসংগঠনেও উপনিষদের ব্রহ্মবাদকেই অবলম্বন করেছিলেন। রামমোহন-প্রবর্তিত উপনিষদ-চর্চা পরবর্তী ব্রাহ্মধর্মে পূর্ণমাত্রায় অব্যাহত ছিল। উপনিষদ থেকেই ব্রাহ্মধর্মের মূল আধ্যাত্মিক আদর্শ গড়ে উঠেছিল। রামমোহন ছিলেন শংকরপন্থী অদ্বৈতবাদী, উপনিষদ অধ্যয়নের দ্বারা তাঁর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা তৃপ্তি সন্ধান করেছিল। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের উপনিষদদেবীও বিভিন্ন ধর্ম ও দার্শনিক মীমাংসার ভিতরে সেই এক ব্রহ্ম এবং অদ্বৈতবাদী চিন্তা 'তত্ত্বমসি'-র সন্ধানেই বিচরণ করে ফিরছে। দেবাগার ও মঠ শূন্য, সেখানে ব্রহ্মের উপলব্ধি ঘটে না, উপনিষদ্দেবীর এ-কথা রামমোহন-দেবেন্দ্র-নাথেরও কথা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্মজিজ্ঞাসাও এদিক দিয়ে রামমোহনেরই অনুরূপ।

রামমোহন থেকে ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ দেবেন্দ্রনাথের সময়ে ঈষৎ পরিবর্তিত হল ভক্তির ও উপাসনার অধিকতর প্রয়োজনীয়তাবোধে। রামমোহনের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ দেবেন্দ্র-নাথের চিন্তায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে পরিণত হয়েছে। ব্রহ্ম এক বটে, কিন্তু তিনিও রস-স্বরূপ এবং উপাস্য। উপাসনার সাহায্যেই ব্রহ্মানুভূতি সম্ভব কেবল জ্ঞানযোগে নয়— এই মীমাংসাও প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের। অদ্বৈতবেদান্ত এবং বিষ্ণুভক্তির যে সমন্বয় এই নাটকে দেখা যায়, উনিশ শতকের নবোদ্ভাবিত দার্শনিক ভাবনা সেই পথেই অগ্রসর হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় ভক্তিবাদ অবশ্য প্রধান হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চিন্তার ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন গীতাকে। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে দেখানো হয়েছে উপনিষদ গীতার ভক্তিবাদেই আশ্রয় পেয়েছিল, গীতাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসাকে রক্ষা করেছিল।

আধুনিক কালের প্রয়োজনে লক্ষ্যেরও অবশ্য পরিবর্তন হয়েছে। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক আত্মজ্ঞান ও নির্বাণমুক্তিকেই লক্ষ্যস্বরূপ স্থাপন করেছে। একালের চিন্তায় মুক্তি নয় জগতের কল্যাণসাধনে অনাসক্ত কর্মের আদর্শই প্রচারিত। নাটকে কর্মের উপরে কোনো জোর দেওয়া হয় নি—জ্ঞান ও ভক্তির কথাই শুধু বলা হয়েছে। এ কালে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সম্মিলিত জীবনাদর্শকে গীতোক্ত ধর্ম থেকে নতুন করে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ভাবুকেরা। বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও এই নাটকের উল্লেখ করেছেন বলে দেখি নি, কিন্তু প্রবোধচন্দ্রোদয়ে দ্বৈত-অদ্বৈতবাদের সমন্বয় হয়েছে তা যুগচিন্তার বিরোধী ছিল না বরং অনুকূলতাই করেছিল। গীতার—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ! নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥[২১]

—এই শ্লোকের মর্ম প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে স্বীকৃত।[২২] কিন্তু লোকশ্রেয়ঃ ও সামাজিক কর্মের প্রসঙ্গ এই নাটকে উত্থাপিত হয় নি, অর্থাৎ তাতে আধুনিক ভাবনার বিরোধিতাও ঘটে নি।

২১ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২য় অধ্যায়, ৪২।

২২. তস্মাত্তমোন্ধানামেবেযমীশ্বর দৃষ্টিঃ অবোধ প্রভবঞ্চ বিশ্বং কর্মভিঃ।
শময়ন্তে যজ্ঞবিদ্যা নূনমন্ধতমসমন্ধকারেণাপনিণীষতি ॥
স্বভাবনীলানি তমোময়ানি প্রকাশয়েদ্যো ভুবনানি সপ্ত।
তমেব বিদ্বনাতিমৃত্যুমেতি নান্যোঽস্তি পন্থা ভবমুক্তিহেতুঃ ॥—৬ অঙ্ক, ১৭ শ্লোক।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের গ্রন্থপঞ্জী

দেবজ্যোতি দাশ

বিজ্ঞানসাধক প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের রচিত, সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলির কালানুক্রমিক তালিকা বিচার করলে বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য নানা বিষয়েও, বিশেষত সমকালীন জাতীয় সমস্যা ও সেগুলির সমাধান সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ও চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন সভায় প্রদত্ত তাঁর বহু বক্তৃতাও নানা ব্যক্তির দ্বারা অনুলিখিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

১ **India before and after Mutiny.** প্রথম প্রকাশ ১৮৮৬ খ্রী। পুস্তিকাটিতে সিপাহী বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে একটি ইংরেজী প্রবন্ধ স্থান পেয়েছিল। প্রবন্ধটি ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড-রেক্টর লর্ড ইড্‌স্‌লে কর্তৃক ঘোষিত প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার জন্য লেখা হয়েছিল। সাত অধ্যায়ে বিভক্ত প্রবন্ধটিতে প্রফুল্লচন্দ্র প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, ভারতে ইংরেজ শাসনের ফলে কয়েক বিষয়ে উন্নতি হলেও অত্যাচারে এবং সামরিক বিভাগের ব্যয়ভারে দেশ জর্জরিত হয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে 'An Indian student' ছদ্মনামে পুস্তিকার আকারে প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন, পুস্তিকাটি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নামে উৎসর্গীকৃত এবং তাঁদের মধ্যে বিতরিত হয়েছিল। পরে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে এডিনবরার ই অ্যাণ্ড এস. লিভিংস্টোন নামে প্রকাশনসংস্থা থেকে সাধারণের জন্যও পুস্তিকাটির একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পুস্তিকার শেষে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ও রসায়নবিদ হেনরি রস্কোকে উদ্দেশ করে একটি আবেদনও সংযোজিত হয়েছিল, এই আবেদনে বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে ভারত সরকারের অবহেলার অভিযোগ করা হয়।

২. **Chemical research at the Presidency College : July, 1895—May, 1897.** ১৮৯৭ খ্রী। পৃ. [2] + 24. আখ্যাপত্রের অনুলিপি

CHEMICAL RESEARCH AT THE/PRESIDENCY COLLEGE/ *(July, 1895—May, 1897)*/BY PRAFULLA CHANDRA RAY, D. Sc. (EDIN)/PROFESSOR OF CHEMISTRY, PRESIDENCY COLLEGE, CALCUTTA/Hare Press Calcutta/1897

পুস্তিকাটিতে চারটি মৌলিক গবেষণাপ্রবন্ধ স্থান পেয়েছিল On Mercurous Nitrite, On the Constitution of Mercuric Hyponitrite, Nitrite and Nitrate, On Trimercuric Sulphate and its New Modifications ; On A New Method of preparing Mercuric Hyponitrite

৩. **সরল প্রাণিবিজ্ঞান।** ১৩০৯ বঙ্গাব্দ। পৃ. ॥০ + ১৩৫। সচিত্র। আখ্যাপত্রের অনুলিপি.

সরল/প্রাণিবিজ্ঞান/৫৯ খানি চিত্রসম্বলিত/শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় সঙ্কলিত/কলিকাতা,/ ৮নং কলেজ স্কোয়ার, "চেরি প্রেসে" শ্রীতুলসীচরণ দাস/দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/ ১৩০৯ সাল।

এই ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থটিতে প্রাণিজগতের শ্রেণীবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে মেরুদণ্ডী প্রাণী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। যে সকল জাতের মেরুদণ্ডী প্রাণীর কথা আলোচিত হয়েছে, তার মধ্যে আছে বিড়ালজাতীয়, কুকুরজাতীয়, নকুল-জাতীয়, উদ্বিড়ালাদি, ভালুকজাতীয়, সীলজাতীয়, তিমিজাতীয়, পিপীলিকাভুকাদি, কীটভুক্, সশফ, অযুগ্মাঙ্গুলি, যুগ্মাঙ্গুলি, মানুষ, হাতি, তীক্ষ্ণদন্ত, করপক্ষ, দ্বিগর্ভ, বানরজাতীয়, পক্ষী, সরীসৃপ, উভচর ও মৎস্যজাতীয় প্রাণী। স্তন্যপায়ী প্রাণীর আলোচনায় বিড়ালকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য জাতের স্তন্যপায়ীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

৪ **A History of Hindu Chemistry, vol I** প্রথম প্রকাশ ১৯০২ খ্রী। পৃ. iii + [1] + d + lxxix + [1] + 176 + 41 আখ্যাপত্রের অনুলিপি :

A/HISTORY OF HINDU CHEMISTRY/FROM/THE EARLIEST TIMES TO THE MIDDLE OF THE/SIXTEENTH-CENTURY A D,/ WITH/SANSKRIT TEXTS, VARIANTS, TRANSLATION/AND ILLUSTRATIONS/BY/PRAPHULLA CHANDRA RAY, D. Sc.,/ *PROFESSOR OF CHEMISTRY, PRESIDENCY COLLEGE, CALCUTTA/* VOL I /Calcutta·/PRITHWIS CHANDRA RAY,/8, COLLEGE SQUARE/1902

বইটির বিভিন্ন অংশ এবং প্রত্যেক অংশের অন্তর্ভুক্ত পরিচ্ছেদগুলির নাম দেওয়া হল ১. Introduction অংশে ৬টি পরিচ্ছেদ—Alchemical ideas in the Vedas, The Ayurvedic period, The transitional period, The Tantric period, The Iatro-chemical period এবং Indebtedness of the Arabians to India ২ The Ayurvedic period অংশে ৪টি পরিচ্ছেদ—The constitution and properties of matter the atomic theory, Chemistry in the Charaka and the Susruta, Chemistry in the Bower.Ms এবং Chemistry in the Vagbhata ৩ The Transitional period অংশে ২টি পরিচ্ছেদ—Vrinda এবং Chakrapani ৪ The Tantric period অংশে Chemistry in Rasarnava নামে পরিচ্ছেদ ৫ The Iatro-Chemical period অংশে Chemistry in Rasaratnasamuchchaya পরিচ্ছেদ ৬. On Metals and Metallurgy অংশ ৭. On Gunpowder, Saltpetre and Mineral acids অংশ ৮ Knowledge of Technical Arts and Decline of Scientific spirit অংশ ৯ Appendix I-এ হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহৃত কয়েকটি ঔষধাদির বিশ্লেষণ ১০. Appendix

II-এ বহু প্রাসঙ্গিক উদাহরণ ১১. Sanskrit texts অংশে বৃন্দা, বসার্ণব ও বসরত্নসমুচ্চয় গ্রন্থগুলি থেকে অংশবিশেষের উদ্ধৃতি। হিন্দুদের প্রাচীন রসায়নশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থটি অনন্যপূর্ব।

৫. **উদ্দীপনা।** প্রকাশকাল ১০ সেপ্টেম্বর ১৯০৫। পৃ. [২]+৩০। প্রফুল্লচন্দ্র কর্তৃক সংকলিত এই পুস্তিকাটিতে অতুলপ্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী প্রমুখের রচিত ১৯টি দেশাত্মবোধক সংগীত স্থান পেয়েছিল, পুস্তিকার ১ম পৃষ্ঠায় বাংলা দেশের যুবসমাজকে 'আহ্বান' (গদ্যে) জানানো হয়েছিল। পুস্তিকার আখ্যাপত্র নাই, পুস্তিকার মধ্যে কোথাও প্রফুল্লচন্দ্রের উল্লেখ নাই। কিন্তু 'বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে' পুস্তিকাটি প্রফুল্লচন্দ্রের রচিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে [Bengal Library Catalogue for the Quarter ending 31st December 1905, p 8, Sl No 733, Regn No 1452]। তাছাড়া বইটির মলাটের ৩য় পৃষ্ঠায় বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস সম্বন্ধে 'নিবেদন' প্রকাশিত হয়েছে, পুস্তিকাটি বেঙ্গল কেমিক্যাল স্টিম প্রিন্টিং থেকে বঙ্কিমচন্দ্র সান্যাল কর্তৃক মুদ্রিত হয়েছে। এসব থেকে বর্তমান প্রবন্ধলেখকের মনে হয় যে, পুস্তিকাটি প্রফুল্লচন্দ্রেরই সংকলিত। প্রকাশক. জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার, ৬৩ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা।

৬ **নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি।** প্রথম প্রকাশ ১৯০৬ খ্রী। পৃ [২]+।৶০+[১]+৭৯। আখ্যাপত্রের অনুলিপি

সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী নং ১৯ / নব্য / রসায়নী বিদ্যা / ও তাহার / উৎপত্তি / শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় / প্রণীত / ওরে বাছা। মাতৃ-কোষে রতনের রাজি, / এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি ? / শ্রীমধুসূদন। / বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক / প্রকাশিত / কলিকাতা :—৬৪ নং কলেজ স্ট্রীট সিটি বুক্ সোসাইটীতে প্রাপ্তব্য। / ১৯০৬

পুস্তকটিতে 'ভূমিকা' ব্যতীত ৭টি অধ্যায় আছে · ফ্লজিস্টনবাদ ও নূতন বায়ুর আবিষ্কার, লাবোয়াসিয়ে ও অম্লজান, কণাদমুনি, জন ডালটন ও পরমাণুবাদ, জোসেফ ব্লাক ও ক্ষার, ইউরোপে বিজ্ঞানচর্চা, নব্যতর রসায়নী বিদ্যা (বিধুভূষণ দত্ত কর্তৃক লিখিত), জ্ঞানোন্নতি ও ভারতের অধঃপতন।

৭. **রসার্ণবম্।** গ্রন্থটি ৩ খণ্ডে যথাক্রমে 'বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালার ১১৯৩, ১২২০ এবং ১২৩৮ সংখ্যক গ্রন্থ হিসাবে ১৯০৮, ১৯০৯ এবং ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

সম্পূর্ণ গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯১০ খ্রীস্টাব্দ, পৃ. 4+19+[1]+437+[3]+84, আখ্যা-পত্রের অনুলিপি এরকম :

BIBLIOTHECA INDICA · / A / Collection Of Oriental Works /

PUBLISHED BY / THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL / NEW SERIES Nos 1193, 1220 and 1238 / THE RASARNAVAM / or / The ocean of mercury and other metals and minerals / EDITED BY / PRAPHULLA CHANDRA RAY, D Sc. PH D, / *Professor of Chemistry, Presidency College, and* / *Author of "History of the Hindu Chemistry"* / AND / PANDITA HARISCHANDRA KAVIRATNA, / *Late Professor of Sanskrit, Presidency College, Calcutta* / CALCUTTA /Printed by Hitavrata Chattopadhyaya, / at the Satya Press, 27, Ghose Lane, / 1910

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও হরিশ্চন্দ্র কবিরত্নের যুগ্ম-সম্পাদনায় প্রকাশিত এই পুস্তকে 'রসার্ণবম্' নামে প্রাচীন হিন্দুদের কিমিয়া-বিষয়ক (অ্যাল্‌কেমিক্যাল) তন্ত্রগ্রন্থটি পরিবেশিত হয়েছে। আনুমানিক খ্রীস্টীয় ১২শ শতাব্দীতে রচিত 'রসার্ণবে'র ৫টি পুথি কাশ্মীর, মাদ্রাজ, মহীশূর, দাক্ষিণাত্য ও বিকানির থেকে সংগ্রহ করে সেগুলির সাহায্যে, বিশেষত কাশ্মীরের পুথিটির উপর নির্ভর করে তন্ত্রগ্রন্থটির বিষয়বস্তু মূল সংস্কৃতে পরিবেশন করা হয়েছে; পাদটীকায় বিভিন্ন পাঠভেদও বর্ণিত হয়েছে। ১৮টি 'পটল' বা অধ্যায়ে সম্পূর্ণ মূল 'রসার্ণবম' ব্যতীত 'রসকামধেনু' পুস্তকের উপর নির্ভর করে সংকলিত পাঠভেদ ও সংশোধনের তালিকা (The table of errata and variants), প্রফুল্লচন্দ্র কর্তৃক লিখিত ভূমিকা (Preface) এবং হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন কর্তৃক সংকলিত 'রসার্ণবস্থ অনুক্রমণিকা' ও শাস্ত্রীয় শব্দের ব্যাখ্যাসহ বর্ণানুক্রমিক সূচী (Index with glossary) আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

৮ **A History of Hindu Chemistry, vol II** প্রথম প্রকাশ ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দ। পৃ. [2] + Q + [1] + xcvi + 290 + [4] + 152 + xxi আখ্যাপত্রের অনুলিপি ঃ

A / HISTORY OF HINDU CHEMISTRY / FROM / *THE EARLIEST TIMES TO THE MIDDLE OF THE* / *SIXTEENTH CENTURY A D* / WITH / SANSKRIT TEXTS, VARIANTS, TRANSLATION / AND ILLUSTRATIONS / BY / PRAPHULLA CHANDRA RAY, D Sc, Ph. D, / *Professor of Chemistry*, Presidency College, Calcutta / VOL II / CALCUTTA / THE BENGAL CHEMICAL & PHARMACEUTICAL / WORKS, LIMITED / London · WILLIAMS AND NORGATE / 1909

বইটিতে প্রফুল্লচন্দ্র লিখিত Preface, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কর্তৃক লিখিত Prilimnary remarks on the mechanical,physical and chemical theories of the ancient

Hindus, Index of proper names এবং Index of subjects ছাড়া নিম্নলিখিত বিভাগগুলি বর্তমান· ১ Introduction এই অংশটি ৬টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত, তার মধ্যে ১ম পরিচ্ছেদে On the age of Nagarjuna and Budhist alchemical tantras সম্বন্ধে, ২য় পরিচ্ছেদে কিমিয়া-শাস্ত্রের চর্চার প্রসার ও হিন্দু তন্ত্রে বৌদ্ধ কিমিয়া-বিষয়ক তন্ত্রগুলির অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে, ৩য় ও ৪র্থ পরিচ্ছেদে যথাক্রমে আনুমানিক ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ ও ১৫০০-১৬০০ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু রসায়নের বিকাশ সম্বন্ধে, ৫ম পরিচ্ছেদে Indigenous origin of Indian alchemy বিষয়ে এবং ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে Some noted Indian alchemists and their works বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ২ The Tantric Period বিভাগটি ১ম খণ্ডের অনুরূপ বিভাগের পূর্বানুবৃত্তি এবং এই অংশে রসরত্নাকর, রসহৃদয়, কাকচণ্ডেশ্বরীমততন্ত্র, রসেন্দ্র-চূড়ামণি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থানুযায়ী রসায়নের আলোচনা, মণি সম্বন্ধীয় তথ্য, তীক্ষ্ণক্ষার (caustic alkali) উৎপাদনের পদ্ধতি সম্বন্ধে মন্তব্য, ধাতু ও ভস্মীকরণের ফলে তাদের ওজনহ্রাস, অ্যান্টিমনি, স্বর্ণসিন্দুর, অগ্নিশিখার বর্ণপরিবর্তনের সাহায্যে ধাতুনির্ণয়, ভিক্ষু গোবিন্দের যুগ প্রভৃতি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৩ The mechanical, physical and chemical theories of the ancient Hindus বিভাগটি ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কর্তৃক লিখিত। এই অংশে ব্রজেন্দ্রনাথ শাঙ্খ্য-পাতঞ্জল মতবাদ, প্রাচীন ভারতের চিকিৎসকসমাজে রসায়ন, ওজন ও মাপ, বৈদান্তিক মতবাদ, বৌদ্ধদের পরমাণুবাদ, জৈনদের পরমাণুবাদ, ন্যায়-বৈশেষিক রসায়নবাদ, আণবিক গতি সম্বন্ধে ধারণা, 'রসরত্নসমুচ্চয়' গ্রন্থের কাল এবং বায়ুর ওজন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ৪ Appendix বিভাগটিতে ব্রজেন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত On the scientific method of the Hindus প্রবন্ধটি স্থান পেয়েছে। ৫. Addenda বিভাগটি ব্রজেন্দ্রনাথের Empirical recipes from Varahamihira (c 550 A D.) relating to Chemical technology প্রবন্ধ দিয়ে গঠিত। ৬. Sanskrit Texts বিভাগে রসরত্নাকর, রসহৃদয়, কাকচণ্ডেশ্বরীমততন্ত্র, রসেন্দ্রচূড়ামণি, রসপ্রকাশসুধাকর, রসচিন্তামণি, রসকল্প, ধাতুরত্নমালা, ধাতুক্রিয়া, স্বর্ণতন্ত্র প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশগুলি উদ্ধৃত হয়েছে।

৯ **Elementary Inorganic Chemistry.** প্রথম প্রকাশ ১৯০৯ খ্রী। পৃ xii+217 সচিত্র। আখ্যাপত্রের অনুলিপি·

ELEMENTARY / INORGANIC CHEMISTRY / Adapted to meet the Requirements of the / I Sc Standard of the Universities of / Calcutta and Allahabad / By / P C Ray, D Sc, Ph D / PROFESSOR OF CHEMISTRY, PRESIDENCY COLLEGE / CALCUTTA / THE BENGAL • CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL / WORKS,

LIMITED, CALCUTTA / Agents —THE CITY BOOK SOCIETY / 64, COLLEGE STREET / CALCUTTA / 1909

পুস্তকটিতে ১৩টি অধ্যায় ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নচয়ন, নানা সমস্যা ইত্যাদিও স্থান পেয়েছিল।

১০. **বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার।** প্রথম প্রকাশ ২৬ অক্টোবর ১৯০৯ [Bengal Library Catalogue for the Quarter ending 31st December 1909, p 21, Entry No 939]। পৃ ৩৯। আখ্যাপত্রের অনুলিপি

বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক / ও / তাহার অপব্যবহার। / এই প্রবন্ধ বিগত শ্রাবণ মাসের "সুপ্রভাতে" প্রকাশিত / হইয়াছিল। পুনর্মুদ্রণের অনুমতির জন্য / আমরা সম্পাদিকার নিকট কৃতজ্ঞ / ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়। / কলিকাতা, / সিটী বুক সোসাইটী / ৬৪ নং কলেজষ্ট্রীট। / প্রকাশক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার। / মূল্য /০ আনা।

১১ **Bengali Brain and its Misuse** প্রকাশকাল ১৯১০ খ্রী। পৃ. [2]+50. আখ্যাপত্রের অনুলিপি ·

BENGALI BRAIN / AND ITS / MISUSE. / BY / P. C RAY, D Sc, PH D. / 1910 / THE CITY BOOK SOCIETY, / 64, COLLEGE STREET, CALCUTTA. / PUBLISHED BY / Keshab Chandra Choudhury / *Price two annas.*

'সুপ্রভাত' পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধটির ইংরেজী অনুবাদই আলোচ্য পুস্তিকাটির প্রধান বিষয়বস্তু, ইংরেজী প্রবন্ধটি 'দি বেঙ্গলী' নামক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। শেষোক্ত পত্রিকায় সে-সময়ে প্রকাশিত ৪টি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য, ঐ পত্রিকার সম্পাদককে প্রবন্ধটি সম্বন্ধে লিখিত ২টি পত্র এবং 'কর্ম্মযোগী' পত্রিকায় প্রকাশিত বিরুদ্ধ সমালোচনাও স্থান পেয়েছে।

১২. **Practical Inorganic Chemistry.** প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯১১। পৃ. xvi+144. সচিত্র। আখ্যাপত্রের অনুলিপি ·

PRACTICAL / INORGANIC CHEMISTRY / Adapted to meet the Requirements of the / I Sc Standard of the Universities of / Calcutta and Allahabad / BY / Sir P C RAY, Kt., D. Sc, Ph. D, C. I E., / PROFESSOR OF CHEMISTRY, UNIVERSITY COLLEGE / OF SCIENCE, CALCUTTA / S K. LAHIRI & CO, / COLLEGE STREET, CALCUTTA

পুস্তকটি প্রফুল্লচন্দ্রের Elementry Inorganic Chemistry গ্রন্থের পরিপূরক হিসাবে রচিত। পুস্তকে ২০টি অধ্যায়, ৪টি Appendix এবং প্রত্যেক ছাত্রের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির একটি সম্পূর্ণ তালিকা স্থান পেয়েছে।

১৩ **রাসায়নিক পরিভাষা।** প্রথম প্রকাশ ১৩১৯ বঙ্গাব্দ। পৃ. ৶০+[১]+৩৩। আখ্যাপত্রের অনুলিপি :

পরিষৎ-গ্রন্থাবলী নং—৪০ / রাসায়নিক পরিভাষা / (সংস্কৃত) / শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্‌সি, পিএচ্‌ ডি, সি আই ই, / প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক / ও / শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, / এম্‌ এস্‌ সি আই (লণ্ডন), এম্‌ এ সি টি (লণ্ডন), / বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের / রাসায়নিক পরীক্ষক / সম্পাদিত / কলিকাতা / ২৪৩।১ নং অপার সার্কুলার রোড, / বঙ্গীয়-সাহিত্য- পরিষৎ-মন্দির হইতে / শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক / প্রকাশিত / ১৩১৯

পুস্তিকাটি প্রায় ৪৮৭টি রাসায়নিক শব্দের প্রত্যেকটির একাধিক পরিভাষা বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে, প্রাসঙ্গিক গ্রন্থগুলির উল্লেখও করা হয়েছে। 'মুখবন্ধে' প্রফুল্লচন্দ্র আলোচ্য পরিভাষা সংকলনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন।

১৪. **The Decomposition of Allylammonium Nitrite and the Isolation of a new Compound.** প্রকাশকাল ১৯১২ খ্রী [Bengal Library Catalogue for the Quarter ending on 31st. December 1912 p 67, Entry No 362]। পৃ 1+4 প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও বসিকলাল দত্তের লিখিত রসায়নবিষয়ক মৌলিক গবেষণাপ্রবন্ধ। প্রকাশক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৫ **The Progress of Chemistry in Bengal in 1912-13 : The proposed University College of Science** প্রকাশকাল ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ [Bengal Library Catalogue for the Quarter ending on 31st December 1913, p 64, Entry No. 381]। পৃ. 7+8. পুস্তিকাটি ক্যালকাটা কেমিক্যাল ক্লাবের ২ নং বুলেটিন হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল , প্রকাশক বীরেন্দ্রমোহন গুপ্ত, ৯০ মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা। পুস্তিকার বিষয়বস্তু ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে ক্যালকাটা কেমিক্যাল ক্লাবের বার্ষিক সভায় প্রফুল্লচন্দ্রের প্রদত্ত বক্তৃতা।

১৬. **Essays and Discourses.** প্রকাশকাল ১৯১৮ খ্রী। পৃ. iv+[4]+xxxii+349. সচিত্র। আখ্যাপত্রের অনুলিপি

ESSAYS AND DISCOURSES / BY/DR PRAFULLA CHANDRA RAY,/WITH A BIOGRAPHICAL/SKETCH & PORTRAIT/FIRST EDITION/PRICE RS THREE/G A NATESAN & CO ,/MADRAS

প্রফুল্লচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁর ও তাঁর ছাত্রদের মৌলিক প্রবন্ধের তালিকা এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল সম্বন্ধে একটি ইঙ্গ-ভারতীয় পত্রিকার মন্তব্য ব্যতীত প্রফুল্লচন্দ্রের ২১টি ইংরেজী প্রবন্ধ পুস্তকটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে Scientific education in India , Progress of Chemistry in Bengal , Forty years of progress of Chemistry at the Presidency College , Pursuit of Chemistry in Bengal ; Possibilites

of Chemical industries in India ; Chemistry in ancient India ; Antiquity of Hindu Chemistry , Higher science in the universities ; Chemistry and medicine , The place of science in the vernacular literature , Indian education , Recruitment of the educational service , Reflections on the centenary of Presidency College , The Bengali brain and its misuse , Social reform in India , Government and Indian industries , Anarda Mohan Bose a maker of modern Bengal , Dadabhai Naoroji , Sir William Wedderburn , Ancient India [book-review] , British India [book-review]

১৭. **Organic Thio-compounds** প্রকাশকাল ১৯১৯ খ্রী। পৃ iii+[2]+70. আখ্যাপত্রের অনুলিপি :

Organic Thio=Compounds / with special reference to / Tautomeric Changes and the Formation of / Polysulphonium Derivatives / Part I. By/ Sir Prafulla Chandra Ray,/Kt , C I E , D Sc., Ph D.,/Dean of the Faculty of Science, / Sir T N Palit Professor of Chemistry, Calcutta University / Published by the / University of Caltutta/1919

প্রফুল্লচন্দ্র-লিখিত Preface থেকে জানা যায়, বিজ্ঞান কলেজের গভর্নিং বডির অভিপ্রায় অনুসারে বিভিন্ন বিভাগের গবেষণাকর্ম সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে পুস্তিকা প্রকাশের যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তারই অঙ্গস্বরূপ আলোচ্য পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটিতে প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁর ছাত্রদের ৮টি মৌলিক প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল ১. Mercury Mercaptide Nitrites and their Reaction with the Alkyl Iodides, Part IV, Chain Compounds of Sulphur—continued (প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও প্রফুল্লচন্দ্র গুহ) ২. Interaction of Mercuric, Platinic and Cupric Chloride respectively with the Mercaptans and Potential Mercaptans (প্রফুল্লচন্দ্র রায়) ৩. Wandering of Hydrogen from the Alpha position to the Sulphur atom in Thiophene and Thiophene Carboxlic Acids (প্রফুল্লচন্দ্র রায়) ৪. Synthesis of Alpha-Beta Thiocrotonic Acid (প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও মানিকলাল দে) ৫ Interaction of Potassium Salts of Phenyl-dithio-biazoline-Sulphydrate and Thio-biazole-disulphydrate with the Halogenated Organic Compounds (প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র গুহ ও বাধাকিষেন দাস) ৬. Mercury-Sulphoxy Chloride · Chain Compounds of Sulphur, Part V (প্রফুল্লচন্দ্র রায়) ৭. Mercury Mercaptide Nitrites and their Reaction with the Alkyl Iodides, Part VI, Chain Compounds of Sulphar—continued (প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও প্রফুল্লচন্দ্র গুহ) ৮ Mercury Mercaptide Nitrites and their Reaction with the Alkyl Iodides, Part VII, Chain Compounds of Sulphur

20497

—continued (প্রফুল্লচন্দ্র রায)। পুস্তকের সবকটি প্রবন্ধই জৈব রসায়নের অন্তর্গত গন্ধক-যৌগের বিষয়ে লিখিত।

১৮. **সমাজ-সংস্কার সমস্যা**। প্রকাশকাল সম্ভবত ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস। পৃ ২৬। আখ্যাপত্রের অনুলিপি

সমাজ-সংস্কার সমস্যা / শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় / এক আনা

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সোশ্যাল কনফারেন্সে প্রফুল্লচন্দ্রের প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণটি সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত হয়ে এই পুস্তিকায় স্থান পেয়েছে। ১ম পৃষ্ঠার পাদটীকা থেকে জানা যায় যে সতীশচন্দ্রই পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছিলেন।

১৯. **জাতিভেদ ও পাতিত্য সমস্যা**। প্রকাশকাল সম্ভবত ১৯২০ খ্রী। পৃ ৩২। আখ্যাপত্রের অনুলিপি.

জাতিভেদ ও পাতিত্য সমস্যা / শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় / এক আনা

পুস্তিকায় প্রকাশকাল বা প্রকাশকের উল্লেখ নাই, মুদ্রক বেঙ্গল কেমিক্যাল স্টিম প্রেসের পক্ষে বীরেন্দ্রমোহন গুপ্ত। পুস্তিকাটিতে জাতিভেদ এবং জাতিচ্যুতির বিরুদ্ধে প্রফুল্লচন্দ্রের দুটি বক্তৃতা সংকলিত হয়েছিল।

২০. **অন্নসমস্যা**। প্রথম প্রকাশ ২৭ আষাঢ় ১৩২৭। পৃ. ৶০+[১]+৪৫। আখ্যাপত্রের অনুলিপি :

অন্নসমস্যা / শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় / এক আনা

প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতার সারাংশ নিয়ে পুস্তিকাটি "বঙ্গীয় সমাজ-সংস্কার সমিতি হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত" হয়েছিল। ওকালতি ও কেরানিগিরির মোহ ত্যাগ করে ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশের দ্বারা অন্নসমস্যার সমাধানে বাঙ্গালী যুবকদের উদ্বুদ্ধ করাই প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য ('ভূমিকা,' পৃ ৶০—৶০)।

২১. **জাতিগঠনে বাধা—ভিতরের ও বাহিরের**। প্রকাশকাল ১৯২১ খ্রী। পৃ. ১৬। আখ্যাপত্রের অনুলিপি.

জাতিগঠনে বাধা—ভিতরের / ও বাহিরের / শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় / এজেন্ট্স্ :- / চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোম্পানি লিমিটেড / ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রফুল্লচন্দ্রের একটি বক্তৃতার রতনমণি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক কৃত সারাংশ পুস্তিকাটিতে স্থান পেয়েছে। মুদ্রক ও প্রকাশক অবিনাশচন্দ্র সরকার, ব্রাহ্ম মিশন প্রেস, কলকাতা।

২২. **অধ্যয়ন ও সাধনা**। প্রথম প্রকাশ ১৯২১ খ্রী। পৃ ৬১। আখ্যাপত্রের অনুলিপি

জনশিক্ষা সংস্করণ গ্রন্থমালা—১ / অধ্যয়ন ও সাধনা / আচার্য্য / শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় / দি মডার্ণ পাবলিশিং হাউস / কলিকাতা / দাম আট আনা

পুস্তকের অধ্যায়গুলি এরকম পাঠাগার ও প্রকৃত শিক্ষা, অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ, বিজ্ঞানচর্চা—প্রাচীন ও নব্যভারতে—একনিষ্ঠ সাধনা।

২৩ **দেশী রং**। প্রথম প্রকাশ ১৯২২ খ্রী। পৃ ২+৫৮+৬। প্রকাশক. চক্রবর্তী চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড কোম্পানি, কলকাতা। পুস্তকটির বিষয়সূচী এরকম ঃ ভূমিকা, রং-এর উপাদান, রং করিবার সরঞ্জাম, ওজন ও মাপ, কাঁচা ও পাকা রং, রংএর তারতম্য, বর্ণ-বিন্যাস, রং করিবার সাধারণ নিয়ম, ব্যবহার-বিধি, পরিশিষ্ট। বইটিতে দেশজ রঞ্জকদ্রব্য দিয়ে দেশীয় পদ্ধতিতে কাপড় রং করার বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্রের দুজন প্রাক্তন ছাত্র পরীক্ষাগারে এবিষয়ে যেসব পরীক্ষানিরীক্ষা করেন, আলোচনায় তার উপর নির্ভর করা হয়েছে। বইটিতে বিজ্ঞানসম্মত দেশীয় পদ্ধতিগুলি অব্যাহত রেখে অন্য কতকগুলি ক্ষেত্রে সহজতর আধুনিক পদ্ধতির, যেমন বাইক্রোমেটের ব্যবহারের সুযোগ নেওয়া হয়েছে। 'রংএর উপাদান' অধ্যায়ে হরিতকি, মঞ্জিষ্ঠা, খয়ের, হলুদ, কুসুমফুল, তুঁতে, হীরাকষ প্রভৃতি রঞ্জকদ্রব্য সম্বন্ধে, 'রং করিবার সরঞ্জাম' অধ্যায়ে বাসন, ভাটি, উনান, ছাঁকবার কাপড়, ঢেঁকি, কাচা বা রং-করা প্রভৃতির সরঞ্জাম ইত্যাদি সম্বন্ধে, 'ওজন ও মাপ' অধ্যায়ে দেশী-বিলাতী বিভিন্ন ওজনের মান সম্বন্ধে, 'কাঁচা ও পাকা রং' অধ্যায়ে ৪টি বিভিন্ন শ্রেণীর রং (direct, mordant, vat এবং reaction colours) সম্বন্ধে, 'রং করিবার সাধারণ নিয়ম' অধ্যায়ে ভাটি দেওয়া, কাপড় কাচা, রাসায়নিক দ্রব ইত্যাদি বিষয়ে এবং 'ব্যবহার-বিধি' অধ্যায়ে কয়েকপ্রকার সুপরিচিত রঞ্জন পদ্ধতি ও তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদির পরিমাণ সম্বন্ধে তথ্যাদি পরিবেশিত হয়েছে। বইটির শেষে শেষোক্ত অধ্যায়ে বর্ণিত প্রণালীতে রঞ্জিত খাদির ১৪টি নমুনা সংযোজিত হয়েছে।

বইটির ২য় সংস্করণও ১৯২২ খ্রীস্টাব্দেই প্রকাশিত হয়েছিল।

২৪ **Desi Rang** প্রকাশকাল সম্ভবত ১৯২২ খ্রীস্টাব্দ। পৃ. 2+72 আখ্যাপত্রের অনুলিপি

DESI RANG / Edited by / Prafulla Chandra Ray / *All rights reserved* / *Price Rupees Two & Annas Eight* / Published by The Book Company Ld / 4/4A College Square, Calcutta

বইটি উপরে বর্ণিত 'দেশী রং' পুস্তিকার ইংরেজী সংস্করণ। বিষয়সূচী এরকম Foreward, Dyeing materials, Appliances for dyeing, Weights and measures, Fast and fleeting colours, Depth of colour, Colour display, General principles, Dyeing processes, Addendum

২৫ **বস্ত্র সমস্যা**। প্রকাশকাল ১৯২২ খ্রী। পৃ ৬। আখ্যাপত্র নাই। বিনা-মূল্যে বিতরণের জন্য প্রকাশিত পুস্তিকাটিতে দেশীয় উপাদানে বস্ত্র রঞ্জন সম্বন্ধে প্রফুল্লচন্দ্রের

একটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রকাশক ও মুদ্রক : বীরেন্দ্রমোহন গুপ্ত, বেঙ্গল কেমিক্যাল স্টিম প্রেস।

২৬ **Message of Khaddar** প্রথম প্রকাশ ১৯২৩ খ্রী। পৃ ৯। কোকনদে খাদি-প্রদর্শনীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে প্রফুল্লচন্দ্রের ইংরেজী ভাষণ। প্রকাশক ও মুদ্রক বীরেন্দ্র-মোহন গুপ্ত, বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রেস, কলকাতা। সাধারণ্যে বিক্রয়ার্থে (মূল্য ৩ আনা) ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দেই পুস্তিকাটির ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তার আয়তন ডবল ক্রাউন ও পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৯ ছিল (১ম সংস্করণের পুস্তিকার আয়তন ফোলিও)।

২৭. **Makers of Modern Chemistry** প্রকাশকাল ১৯২৫ খ্রী। পৃ viii +110+ [1] সচিত্র। আখ্যাপত্রের অনুলিপি

DACCA UNIVERSITY EXTENSION LECTURES / MAKERS OF / MODERN CHEMISTRY / BY / SIR PRAFULLA CHANDRA RAY, / Kt, C I E, D Sc, Ph D / WITH A FOREWORD BY / P J HARTOG, C I E, D Sc / Vice-Chancellor, Dacca University, Bangal / CALCUTTA / CHUCKERVERTTY, CHATTERJEE & CO, LTD / 15, COLLEGE SQUARE / LONDON / PROBSTHAIN & CO / 41, GREAT RUSSELL ST, W C 1 / 1925

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের সভায় আধুনিক রসায়নের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে প্রদত্ত ৭টি বক্তৃতা পুস্তকটিতে স্থান পেয়েছে, লিবিগ, বুনসেন, গে-লুসাক, পাস্তুর, প্রিস্টলি, লাবোয়াসিয়ে, ডেভি, বর্যেলিয়স, বার্থেলো, ডালটন প্রমুখ বিজ্ঞানীর গবেষণার দ্বারা রসায়নের বিকাশকাহিনী পুস্তকটিতে বিবৃত হয়েছে। Foreword এবং Vice-chancellor's concluding remarks হার্টোগ কর্তৃক লিখিত।

২৮ **মিথ্যার সহিত আপোষ ও শান্তি ক্রয়।** প্রকাশকাল ১৯২৫ খ্রী। পৃ. ১৯। আখ্যাপত্র নাই, মলাটের অনুলিপি

মিথ্যার সহিত আপোষ / ও / শান্তি ক্রয় / শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় / মেসার্স চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জি এণ্ড কোং / ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। / মূল্য /১০

পুস্তিকাটিতে প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গালীর নীতিবোধ ও বিবেকের দৌর্বল্য, মিথ্যা দেশাচার ও কপট লোকাচারের সঙ্গে ক্রমাগত আপোষ, বাল্যবিবাহ পর্দাপ্রথা প্রভৃতি সামাজিক রীতিনীতি সংস্কারে অনীহা ইত্যাদিকে তীব্র আক্রমণ করে জাতীয় উন্নতির পথে এসকল বাধার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

২৯. **The Discovery of Oxygen.** প্রকাশ ১৯২৬ খ্রী। পৃ. 22. আখ্যাপত্র নাই, মলাটের অনুলিপি

Reprinted from the Journal of the Indian Chemical Society, / Vol III, Issue No• 1 / The Discovery of Oxygen / BY / SIR PRAFULLA

CHANDRA RAY, C I E, D Sc, PH. D / CALCUTTA UNIVERSITY PRESS / 1926

বোম্বাইয়ে ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের ২ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত ভারতীয় রসায়ন সমিতির ২য় বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতি প্রফুল্লচন্দ্রের অভিভাষণটি এই পুস্তিকার বিষয়বস্তু। এই প্রবন্ধটি 'Makers of Modern Chemistry' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ।

৩০. **আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী।** ২ খণ্ড। ১ম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৯২৭ খ্রী, পৃ ১৸৶০+৩৮৫, সচিত্র, আখ্যাপত্রের অনুলিপি :

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের / প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী / চক্রবর্ত্তী, চাটার্জি এণ্ড কোং লিঃ / ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার / কলিকাতা / ১৯২৭ / মূল্য দেড় টাকা মাত্র

পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বক্তৃতা ও প্রবন্ধগুলির নাম : বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার, অন্নসমস্যা, অন্ন-সমস্যা ও তাহার সমাধান, সমাজ-সংস্কার সমস্যা, জাতিভেদ, পাতিত্য সমস্যা, জাতিগঠনে বাধা—ভিতরের ও বাহিরের, মিথ্যার সহিত আপোষ ও শান্তিক্রয়, সাধনা ও সিদ্ধি ; বঙ্গীয় যুবক-সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ জীবিকা-অর্জ্জন, অর্থনৈতিক সমস্যা—বাঙ্গালী কোথায় ?, শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটী কথা, পাঠাগার ও প্রকৃত শিক্ষা, অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ, জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা, বাঙ্গালা ভাষায় নূতন গবেষণা, জাতিভেদ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত, ঘর সামলাও ; বাঙ্গালায় গো-ধনের অভাব ও বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যনাশ, বাঙ্গালী—মরণের পথে, চা-পান না বিষপান ?, পল্লীর ব্যথা। এছাড়া 'প্রকাশকের নিবেদন' এবং প্রফুল্লচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীও গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল।

২য় খণ্ডের প্রকাশকাল ১৯৩১ খ্রী, পৃ. ।৶০+৩৫৪, আখ্যাপত্রের অনুলিপি :

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের / প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী / চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড / পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক / ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। / ১৯৩১ / মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলির নাম চা-পান না বিষপান, বাঙ্গালীর অন্নাভাব হয় কেন ? ; সভ্যতার সোপানে—না জাহান্নামের পথে ?, খাদ্য-সমস্যা, বাঙ্গলাদেশে বাঙ্গালী নিবন্ন ; চরকা ; সময়ের সদ্ব্যবহার, মরুভূমিতে সোনা ফলন, বঙ্গদেশে কায়স্থের প্রতিভা ও প্রতিপত্তি ; কলিকাতা শিক্ষকসম্মেলনের অভিভাষণ, নব্য চীন ও বাঙ্গলা, বোম্বাই ও বাঙ্গলা ; কৃষি ব্যবসায় ও বাঙ্গালী যুবকের অন্ন-সমস্যা, প্রাচীন হিন্দুদিগের রসায়ন-শাস্ত্র-জ্ঞান, মার্কের কারখানা, বাঙ্গালীর প্রতি নববর্ষের সম্ভাষণ, সভ্যতার মাপকাঠি ; লাবোয়াসিয়ে ও নব্য রসায়ন-শাস্ত্রের উৎপত্তি, সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার, বাঙ্গলার রাজস্বের ভাগবাটোয়ারা, বাঙ্গালীর শক্তি-সামর্থ্যের অপব্যবহার, যুবক আন্দোলন—চীনে ও বাঙ্গলায়, বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের ধারা, ইংলণ্ডে

ধনাগম ও তাহার ব্যবহার, খদ্দর বলিতে আমি কি বুঝি ?, খদ্দর পরিব কেন ?, খাদির সার্থকতা, বাঙ্গালীর 'কাল্‌চার' ও ব্যবসায় বুদ্ধি। এছাড়া ছিল 'প্রকাশকের নিবেদন'।

৩১ **Radha Charan Pal.** প্রকাশকাল ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১। পৃ. [2] +16. আখ্যাপত্রের অভাবে মলাটের অনুলিপি :

RADHA CHARAN PAL / A STUDY / *Born 1867 / Died 1922 / By /* ACHARYA—P C ROY. / *16th Sept 1931*

কৃষ্ণদাস পালের পুত্র ও পৌর রাজনীতির অন্যতম নেতা রাধাচরণ পাল সম্বন্ধে প্রফুল্লচন্দ্রের একটি ইংরেজী প্রবন্ধ পুস্তিকাটির প্রধান বিষয়বস্তু, প্রবন্ধের শেষে প্রফুল্লচন্দ্রের সই মুদ্রিত হয়েছিল। এছাড়া পুস্তিকাটির সূচনায় জীবনকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়-রচিত একটি প্রাসঙ্গিক কবিতা স্থান পেয়েছিল। প্রকাশক প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং।

৩২. **চা-পান ও দেশের সর্ব্বনাশ।** প্রকাশকাল সম্ভবত ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ। পৃ. ১৯। সচিত্র। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র ও কার্তিক সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ।

৩৩ **Life and Experiences of a Bengali Chemist** ২ খণ্ড। ১ম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৯৩২ খ্রী, পৃ. viii+[2]+557, সচিত্র, আখ্যাপত্রের অনুলিপি

LIFE AND EXPERIENCES / OF / A BENGALI CHEMIST / PRAFULLA CHANDRA RAY / CALCUTTA / CHUCKERVERTTY, CHATTERJEE & Co, LTD / 15, COLLEGE SQUARE / LONDON : / KEGAN PAUL, TRENCH, TRUBNER & Co, LTD. / 1932

গ্রন্থটি Part I. autobiographical এবং Part II Educational, Industrial, Economic and Social, এই দুই ভাগে বিভক্ত। আত্মজীবনীমূলক ১ম ভাগে ১৭টি অধ্যায় আছে। ২য় ভাগের অন্তর্ভুক্ত ১১টি অধ্যায়ে তৎকালীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি সমস্যার আলোচনা করা হয়েছে। Preface গ্রন্থকারের লিখিত।

২য় খণ্ডের প্রকাশকাল ১৯৩৫ খ্রী, পৃ. viii+469, আখ্যাপত্রের অনুলিপি.

LIFE AND EXPERIENCES / OF / A BENGALI CHEMIST / VOLUME II / PRAFULLA CHANDRA RAY / CALCUTTA : / CHUCKERVERTTY, CHATTERJEE & Co, LTD. / 15, College Square / LONDON. / KEGAN PAUL, TRENCH, TRUBNER & Co, LTD / 1935

গ্রন্থের বিভাগগুলি এরকম · Impact of West with East ; Socio-Economic Problems ; Politico-Economic, Communalism, Miscellaneous, Appendix. ১ম বিভাগে ৫টি অধ্যায় ও Appendix এবং ২য় থেকে ৫ম বিভাগে যথাক্রমে ৩টি, ৪টি, ২টি

এবং ৯টি অধ্যায় বর্তমান। গ্রন্থটিতে প্রধানত তৎকালীন বাংলাদেশের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, আত্মজীবনী সেই আলোচনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে ডি, এস্‌সি. উপাধির জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্পিত ও প্রফুল্লচন্দ্রের স্বহস্ত-লিখিত গবেষণাপ্রবন্ধের আখ্যাপত্র ও ১ম পৃষ্ঠা, তাঁর ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের নোটবুকের একটি পৃষ্ঠা এবং গ্রন্থরচনার সমকালীন তাঁর হস্তলিপি গ্রন্থটিতে মুদ্রিত হয়েছে। Preface গ্রন্থকারের রচিত।

৩৪. **খাদ্য-বিজ্ঞান**। প্রকাশকাল ১৯৩৬ খ্রী। পৃ. ১৷+৩০৪। সচিত্র। আখ্যাপত্রের অনুলিপি :

খাদ্য-বিজ্ঞান / শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় / ও / শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস এম, এস-সি। / চক্রবর্ত্তী, চ্যাটার্জ্জি এবং কোং লিমিটেড / ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা / ও / এন্, ডি, রায় / বুক-ব্যুরো / ভবানীপুর, কলিকাতা। ১৯৩৬ / মূল্য দেড় টাকা মাত্র

পুস্তকের অধ্যায়গুলির নাম এরকম বস্তুর লীলা-বৈচিত্র্য, শরীর-যন্ত্র, এন্‌জাইম ও পরিপাক প্রণালী, পরিপাক যন্ত্র ও পরিপাক প্রণালী, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন, ভাইটামিন, ভাইটামিন ও বাঙ্গালীর খাদ্য, হরমোন, লবণপদার্থ, বয়স ও অবস্থাভেদে খাদ্যের বিভিন্নতা, রোগীর খাদ্য, বিবিধ, উপসংহার, পরিশিষ্ট। পরিশিষ্টে চা পানের অপকারিতা, সযারিনের দুধ ও ময়দা প্রস্তুতপ্রণালী, বিজ্ঞান কলেজের পুলিনবিহারী সরকার ও ভরেশচন্দ্র রায় কর্তৃক বিশ্লেষিত কয়েকটি দেশজ সবজির ধাতব লবণের পরিমাণ ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। বইটিতে বেঙ্গল কেমিক্যাল কোম্পানির প্রাণ-রসায়ন পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত দেশীয় খাদ্যদ্রব্যে ভাইটামিনের পরিমাণ সম্বন্ধে একটি তালিকাও দেওয়া হয়েছে। 'ভূমিকা'য় গ্রন্থকারদ্বয় প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও হরগোপাল বিশ্বাস লিখেছেন :

"এই পুস্তকে খাদ্যের উপাদানগুলির বাসায়নিক তত্ত্ব যথাসম্ভব বুঝান হইয়াছে এবং শরীরযন্ত্র, এন্‌জাইম, পরিপাক প্রণালী প্রভৃতির কথা সরল বাংলায় প্রকাশ করায় ইহা ডাক্তারী স্কুলের ছাত্রগণেরও উপকারে আসিবে বলিয়া মনে হয়। আমাদের সহজ লভ্য ফলমূল, শাকসব্জী প্রভৃতি কি ভাবে খাইলে যথোপযুক্ত উপকার পাওয়া যায়, মানুষের বিভিন্ন শারীরিক অবস্থায় ও ব্যাধিতে কিরূপ খাদ্যের প্রয়োজন, তাহা বিভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।" (পৃ. ।/০)

৩৫. **জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায়**। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৬ খ্রী। সংক্ষিপ্ত সংস্করণের প্রকাশকাল ১৯৫৫ খ্রী, পৃ. ২৬, আখ্যাপত্র এরকম :

জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় / প্রফুল্লচন্দ্র রায় / সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ / ২১১ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

পুস্তিকায় ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলনীর টাঙ্গাইল অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ সংকলিত হয়েছে।

৩৬ অন্ন সমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতীকার। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৬ খ্রী। পৃ. [২] + ১৷৶০ + [১] + ২৪০। আখ্যাপত্রের অনুলিপি :

অন্ন সমস্যায় / বাঙ্গালীর পরাজয় / ও / তাহার প্রতীকার / শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায়। / চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ / ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা / ও / এন্, ডি, রায়, বুক ব্যুরো / ১ বি, বসা রোড, কলিকাতা / ১৯৩৬

গ্রন্থকার-লিখিত 'উৎসর্গপত্র' ও 'অবতরণিকা' ব্যতীত নিম্নবর্ণিত প্রবন্ধগুলি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে. বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ও জীবনসংগ্রামে তাহার মূল্য, বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির অসম্পূর্ণতা, শ্রমের মর্য্যাদা ও বাঙালীর পরাজয়, বিদেশী ভাষা গ্রহণ ও তাহার ফল, মাতৃভাষার অনাদর, বর্ত্তমান যুগ-সমস্যা ও ছাত্রগণের কর্ত্তব্য, ডিগ্রীর মোহ ও অভিশাপ, ছুটীর অবকাশে ছাত্রদের কর্ত্তব্য, বর্ত্তমান ছাত্রসমাজ ও বিলাসিতার প্রাবল্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা বনাম পুরুষকার, জীবন-সংগ্রামে বাঙালী, বাঙালীর অক্ষমতা ও শ্রমবিমুখতা, কলিকাতায় অ-বাঙালীর প্রতিষ্ঠা, ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী, বাঙালী কোথায় গেল ?, কেন বলি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিদ্যাশিক্ষা, পল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন অর্থাৎ Back to the Land, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাঙালীর অন্ন-সমস্যা, পল্লীসংস্কারে সঙ্ঘ-শক্তি ; চা-এর প্রচার ও দেশের সর্ব্বনাশ, বিড্‌লা ও গোকুল সিংহ, বাঙালী ডুবিল কেন ?, পরিশিষ্ট।

৩৭ আত্ম-চরিত। প্রকাশকাল ১৯৩৭ খ্রী। পৃ. ।/০ + [৩] + ৫৫৭। সচিত্র। আখ্যাপত্রের অনুলিপি :

আত্ম চরিত শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায় / চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড / ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। / ১৯৩৭

গ্রন্থটি ২ খণ্ডে বিভক্ত ; ১ম খণ্ডে ১৮টি এবং ২য় খণ্ডে ১১টি পরিচ্ছেদ বর্তমান। ১ম খণ্ডে জন্ম থেকে উত্তরবঙ্গের বন্যা (১৯২২ খ্রী) পর্যন্ত আত্মজীবনী এবং ২য় খণ্ডে বাংলা দেশের তৎকালীন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক সমস্যাদির আলোচনা ও বিশ্লেষণ বিধৃত হয়েছে। বইটি Life and Experiences of a Bengali Chemist গ্রন্থের ১ম খণ্ডের বাংলা সংস্করণ।

৩৮. বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা এবং শিল্প ও ব্যবসায়ে কৃতিত্ব লাভ। প্রকাশ-কাল ১৯৩৭ খ্রী। পৃ. ৩৭।

৩৯ হিন্দু রসায়নী বিদ্যা। প্রথম প্রকাশ ১ অগ্রহায়ণ ১৩৫০। পৃ. ৷৷০ + [২] + ৫১ + [২]। আখ্যাপত্রের অনুলিপি.

হিন্দু রসায়নী বিদ্যা / শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় / বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় / ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট / কলিকাতা

পুস্তিকাটি বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার ৯নং পুস্তিকা। এতে প্রফুল্লচন্দ্রের A History of Hindu Chemistry গ্রন্থের সারানুবাদ সংকলিত হয়েছে, অনুবাদক ও সংকলয়িতা ভবেশচন্দ্র রায়। বিষয়সূচী এরকম. বৈদিক যুগ, আয়ুর্বেদ, ক্রান্তিকাল, তান্ত্রিক যুগ, ঔষধি-বিজ্ঞানের যুগ, আধুনিক যুগ, ভারতের নিকট আরবের ঋণ, প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের অবনতি। 'ভূমিকা' প্রফুল্লচন্দ্রের লিখিত।

৪০. **আচার্য্য-বাণী**। ৩ খণ্ড। ১ম খণ্ডের প্রথম প্রকাশ ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. [৬] + ৷৶০ + [১] + ১৪৮, আখ্যাপত্রের অনুলিপি :

আচার্য্য-বাণী (আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পদাবলী) / প্রথম খণ্ড / শ্রীপ্রসন্নকুমার রায় বি. এ. / সঙ্কলিত / বুক করপোরেশন লিমিটেড্ / ১।১ গোপাল বসু লেন, / কলিকাতা / মূল্য তিন টাকা মাত্র

'প্রকাশকের নিবেদন' এবং প্রসন্নকুমার রায়ের লিখিত প্রফুল্লচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী ব্যতীত প্রফুল্লচন্দ্রের নিম্নলিখিত প্রবন্ধ ও পত্রগুলি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে· বাঙালীর ভবিষ্যৎ, বাঙালী যুবকের শ্রমবিমুখতা, বাঙালীর শক্তি ও তাঁহার অপচয়, মধ্যবিত্ত বাঙালীর বেকার সমস্যা, চীনে ছাত্র আন্দোলন, বাঙালীর ধ্বংসের কারণ; কালিদাসের পাখী, প্রবাসী জমিদার ও দুরবস্থ পল্লী, বাংলার জমিদারবর্গ (২য়), বাংলার জমিদারবর্গ (৩য়); বাংলার জমিদারবর্গ (৪র্থ), বাংলার জমিদারবর্গ (৫ম), চিঁড়া, মুড়ি, খই ও বিস্কুট, বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান, ডিগ্রী উন্নতির পরিচায়ক নহে, ফরিদপুরে প্রাদেশিক হিন্দু সভা; চা-পান ও দেশের সর্ব্বনাশ, চা-পান ও দেশের সর্ব্বনাশ (২য়), রবীন্দ্র প্রয়াণে; বস্ত্রসমস্যা, বাঙলার মাধ্যমিক শিক্ষা ও বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল, জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায়, শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, শ্রীকুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত পত্র (১-৩)•, শ্রীযুক্তা বেণু ঘোষকে লিখিত পত্র, শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত পত্র।

২য় খণ্ডের প্রথম প্রকাশ ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. [৪] + ৶০ + ১৬০, আখ্যাপত্রের অনুলিপি

• আচার্য্য-বাণী / (আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বক্তৃতা ও পত্রাবলী) / দ্বিতীয় খণ্ড / শ্রীপ্রসন্নকুমার রায় বি. এ / সঙ্কলিত / বুক করপোরেশন্ লিমিটেড্ / ১।১, গোপাল বসু লেন / কলিকাতা / মূল্য তিন টাকা মাত্র

'প্রকাশকের নিবেদন' ব্যতীত পুস্তকে প্রফুল্লচন্দ্রের নিম্নলিখিত প্রবন্ধ ও পত্রগুলি সংকলিত হয়েছে ছাত্রগণের প্রতি উপদেশ, বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবাসীর স্থান-নির্ণয়, অস্পৃশ্যতা ও জাতিগঠনের অন্তরায়, প্রবাসী বাঙালীর পত্র (১ম), প্রবাসী বাঙালীর পত্র (২য়), রজনীকান্ত স্মৃতি, চরকা ও বস্ত্র সমস্যায় বঙ্গমহিলার কর্ত্তব্য, শ্রমের মর্য্যাদাবোধ—বাঙালীর পরাজয় (১-২), বিহঙ্গ কুলের বিশ্বাস ও ভালবাসা অর্জ্জন,

সুন্দববনে গণ্ডাব লোপ, বিজ্ঞানসভা—পুবাতন ও নূতন, বঙ্গীয বংস-বণিক সম্মেলন, ডিগ্রীব অভিশাপ, অন্নসমস্যা ও গোপালন (১-২), ম্যাডাম কুবী, পাঠাগাবেব ব্যবহাব, লুই পাস্তুযব ও তাঁহাব গবেষণা (১), লুই পাস্তুযব ও এডওযার্ড জেনব (২), লুই পাস্তুযব ও তাঁহাব গবেষণা (৩), বসাযন শাস্ত্রে নোবেল পুবস্কাব, ভাগাড হইতে চর্ম্মশালা, হাওডাব মৃত-পশুশালা, বাঁচিবাব উপায, হিন্দুসমাজেব বর্ত্তমান অবস্থা, বত্ন পবীক্ষা, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনেব আবেদন, বাঙালীব দাস মনোভাব, জাতীয সম্পদেব মূলে বিজ্ঞানেব শক্তি, সাহিত্য পবিষদে ববীন্দ্রনাথেব প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা, কলিকাতা ও সহবতলী—৫৪ বৎসব পূর্ব্বে, দেশবন্ধু স্মৃতিতর্পণ, গিবীশ সম্বর্দ্ধনা, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রকে লিখিত পত্র, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বক্ষিতকে লিখিত পত্র, শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে লিখিত পত্র।

৩য় খণ্ডেব প্রথম প্রকাশ ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. [৪] + ১৫৮, আখ্যাপত্র এবকম :

আচার্য্য-বাণী / (আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বাযেব বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলী) / তৃতীয খণ্ড / শ্রীপ্রসন্নকুমাব বায বি. এ. / সঙ্কলিত / বুক কবপোবেশন লিমিটেড / ৫ এ ভবানী দত্ত লেন, কলেজ স্কোযাব, / কলিকাতা / মূল্য তিন টাকা মাত্র

পুস্তকটিতে প্রফুল্লচন্দ্রেব নিম্নলিখিত বক্তৃতা ও প্রবন্ধগুলি সংকলিত হযেছে শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙালীব কৃতিত্ব—(১) শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায, (২) কর্ম্মবীব আলামোহন দাস, (৩) শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায, জাতিভেদ—হিন্দু সমাজেব উপব তাহাব অনিষ্টকব প্রভাব, পদার্থেব চতুর্থ অবস্থা, বস্ত্রশিল্পে বাঙালী—আশাব পথে, কালাজ্বব ও তাহাব প্রতিকাবেব ইতিহাস, সাম্প্রদাযিক বাঁটোযাবা বিবোধী-সম্মেলনেব অধিবেশন, দেশেব কর্ত্তব্য ও সেবা সম্বন্ধে দু'টো কথা, সাহিত্য ও স্বাদেশিকতা, বসাযন শাস্ত্র—নব্য ও প্রাচীন, অন্নসমস্যা ও বাঙালীব নিশ্চেষ্টতা, এখন ও তখন, অন্নসমস্যা (১-৩), বিজ্ঞানচর্চ্চা—প্রাচীন ও নব্যভাবতে—একনিষ্ঠ সাধনা, বাঁকুডা শিল্পপ্রদর্শনী উদ্‌ঘাটন, শিক্ষা ও সেবা, জার্মানীতে বাঙালী বৈজ্ঞানিকেব আদব, পল্লীসমস্যা ও তাহাব প্রতীকাব, আমাদেব আদর্শ ও কর্ত্তব্য।

৪১ **আচার্য বাণী-চয়ন**। প্রথম প্রকাশ ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ। পৃ. [২] + ।০ + ১০৪। সচিত্র। আখ্যাপত্রেব অনুলিপি

আচার্য বাণী-চযন / (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাযেব প্রবন্ধ ও বক্তৃতা) / বুক কবপোবেশন লিমিটেড / ৫ এ ভবানী দত্ত লেন, কলেজ স্কোযাব, / কলিকাতা

দেবপ্রসাদ ঘোষেব 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র' প্রবন্ধ ছাডা প্রফুল্লচন্দ্রেব নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি গ্রন্থে সংকলিত হযেছে অধ্যযন ও জ্ঞানলাভ, পাঠাগাবেব ব্যবহাব, বাঙালীব শক্তি ও তাহাব অপচয, বাঙালীব ধ্বংসেব কাবণ, কলেজেব ছাত্রদেব অপব্যয, শ্রমেব মর্যাদাবোধ (১-২), জাতীয সম্পদেব মূলে বিজ্ঞানেব শক্তি, বিজ্ঞানচর্চ্চা—প্রাচীন ও নব্য ভাবতে,

স্যার আশুতোষের জীবন-চরিত, রবীন্দ্র প্রয়াণে, দেশবন্ধু স্মৃতিতর্পণ, দেশীয় খাবার ও তাহার উপকারিতা, অন্ন-সমস্যা, চীনে ছাত্র আন্দোলন, শিক্ষা ও সেবা, সাহিত্য ও স্বাদেশিকতা, অস্পৃশ্যতা বর্জনের আবেদন, জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায়।

৪২. **আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা**। প্রথম প্রকাশ মে ১৯৬৭। পৃ. [১৪]+[৪]+২২৩। সচিত্র। আখ্যাপত্রের অনুলিপি·

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা / অনুলেখক ও সম্পাদক / শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় / ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি / কলিকাতা ১২

গ্রন্থটি শিক্ষা-সমস্যা, অন্ন-সমস্যা, সমাজ-সমস্যা এবং পরিশিষ্ট—এই ৪ভাগে বিভক্ত। শিক্ষা-সমস্যা অংশে 'অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ,' 'পাঠাগার ও প্রকৃত শিক্ষা', 'সময়ের সদ্ব্যবহার,' 'সাধনা ও সিদ্ধি', অন্ন-সমস্যা অংশে 'অন্ন-সমস্যা' (১-৩), 'অন্ন-সমস্যা ও বাঙ্গালীর নিশ্চেষ্টতা' এবং সমাজ-সমস্যা অংশে 'এখন ও তখন,' 'জাতি-গঠনে বাধা—ভিতরের ও বাহিরের,' 'জাতিভেদ-সমস্যা'—প্রফুল্লচন্দ্রের এই বক্তৃতাগুলি স্থান পেয়েছে। পরিশিষ্ট অংশে প্রফুল্লচন্দ্রের 'আমি ও আমার জীবন,' 'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কয়েকখানি চিঠি,' সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 'আচার্য্য-প্রশস্তি,' রতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের 'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়,' আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্বাদেশিকতা' ও 'জনসেবায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র' এবং প্রফুল্লচন্দ্রের একটি জীবনপঞ্জী সংকলিত হয়েছে। পুস্তকের 'ভূমিকা' যোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক এবং 'সম্পাদকের 'নিবেদন রতনমণি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত।

এছাড়া নানা সভাসমিতিতে প্রদত্ত প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষণ কেবল সভাস্থলে বিতরণের জন্য পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয়েছিল, এরকম কয়েকটি পুস্তিকার উল্লেখ করা হল·

১. **Convocation address** ১৯২৩ খ্রী। পৃ ১০। আলিগড়ে ন্যাশন্যাল মুস্লিম ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে প্রফুল্লচন্দ্রের অভিভাষণ। প্রকাশক ও মুদ্রক বীরেন্দ্রমোহন গুপ্ত, বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রেস, কলকাতা।

২. **Address.** ২৬ জুন ১৯২৪। পৃ ১৪। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ২৮ জুন তারিখে উৎকল প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ (ইংরেজী)। প্রকাশক ও মুদ্রক পূর্ববৎ।

৩ ফরিদপুর প্রাদেশিক হিন্দু সভা সভাপতির অভিভাষণ। ২মে ১৯২৫। পৃ ৭। প্রকাশক ও মুদ্রক পূর্ববৎ।

৪. **Address by P. C. Ray, Chairman, Reception Committee, Hindu Mahasabha (8th session).** ১০ এপ্রিল ১৯২৫। পৃ. ৭। প্রকাশক হিন্দুমহাসভার অভ্যর্থনা-সমিতি।

৫ খুলনা জেলা সম্মিলনী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ। ৩ এপ্রিল ১৯২৬। পৃ. ৬। প্রকাশক ও মুদ্রক বীরেন্দ্রমোহন গুপ্ত, কলকাতা।

৬. **All-Bengal College and University Teachers' Conference, August 29, 1926 : Presidential Address** ২৯ আগস্ট ১৯২৬। পৃ. ৮। প্রকাশক ও মুদ্রক : বীরেন্দ্রমোহন গুপ্ত, বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রেস, কলকাতা।

এছাড়া প্রফুল্লচন্দ্রের প্রণীত নিম্নলিখিত প্রচারপুস্তিকাগুলি বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি, ৩।১ ব্যাংকশাল স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের জন্য প্রকাশিত হয়েছিল :

১. সমবায় আদর্শ।

২ Ideal of Co-operation

৩ A Programme of Co-operative Development.

৪ Presidential Address Dacca Division Co-operative Conference

পুস্তিকাগুলির বিজ্ঞাপন ১৩৩৮-৩৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত নানা পত্রপত্রিকায় দেখা যায়।

দাশরথি রায়ের পাঁচালি ঃ শিল্পরূপ বিচার

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

ঈশ্বর গুপ্ত প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা-দোষের কথা উল্লেখ করেছেন। দাশরথি রায় সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যও অনুধাবনযোগ্য.

"সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় হইতে যমকানুপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ি। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বেই—কবিওয়ালার কবিতায়, পাঁচালিওয়ালার পাঁচালিতে, ইহার বেশী বাড়াবাড়ী। দাশরথি রায় অনুপ্রাস যমকে বড় পটু—তাই তাঁর পাঁচালি লোকের এত প্রিয় ছিল। দাশরথি রায়ের কবিত্ব না ছিল, এমন নহে, কিন্তু অনুপ্রাস যমকের দৌরাত্ম্যে তাহা প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, পাঁচালিওয়ালা ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পারেন নাই। এই অলঙ্কার প্রয়োগের পটুতায় ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তার পরেই—এত অনুপ্রাস যমক আর কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার করে না।'

'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহে'র ভূমিকায় (১২৯২ বঙ্গাব্দ, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) বঙ্কিমচন্দ্র এই মন্তব্য করেছিলেন।

রামগতি ন্যায়রত্ন তার পূর্বেই 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ) দাশরথি রায় সম্পর্কে লিখেছিলেন.

"তিনি অনেক বিষয়ের অনেক পালা ও অনেক গীত বাঁধিয়া গিয়াছেন, তাহার কয়েকটি লইয়া বটতলার ছাপাখানায় পাঁচখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ কয়েকটি পালা ভিন্ন তাঁহার রচিত আরও অনেক পালা আছে, এমন কি তিনি মৃত্যুর পূর্বে একরূপ অনেকগুলি পালা রচনা করিয়াছিলেন, যাহা তিনি নিজেও কখন ব্যবহার করিতে পান নাই।

যে পাঁচখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে প্রভাস, চণ্ডী, লবকুশের যুদ্ধ, মানভঞ্জন প্রভৃতি অনেকগুলি পালা আছে। তদ্ভিন্ন জন্মাষ্টমী, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি তাঁহার রচিত কত পালা আছে, তাহা স্থির বলা যায় না। ঐ সকল ছড়া ও গীতে অনেক স্থল আছে। করুণ ও হাস্যরসের উদ্দীপ্তি স্থানে স্থানে এরূপ আছে যে, তাহা কবিত্বপরিচায়ক শুনিয়া মোহিত হইতে হয়। এক সময়ে ঐ পাঁচালী লোকের দ্বারে দ্বারে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, এবং অদ্যাপি দাশু রায়ের দুই একটি গীত না জানে এরূপ লোক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। রামপ্রসাদী গানের সুরের ন্যায় দাশু রায়েরও গীতের সুরগুলি নূতনরূপ ও সহজ, এজন্য সকলেই উহা গাইতে পারে। কি ইতর কি ভদ্র কি স্ত্রী কি পুরুষ সর্বসাধারণেই ঐ গানের পক্ষপাতী। এরূপ সৌভাগ্য সকল লোকের ভাগ্যে ঘটে না।"

দাশরথি রায়ের পাঁচালি সম্পর্কে বাঙালির রুচিপরিবর্তনের ইঙ্গিত এই দুই মন্তব্যে ধরা পড়ে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীনপন্থী রামগতি ন্যায়রত্ন দাশু রায়ের পাঁচালির সুরের সর্বজনগম্যতা ও সহজ স্বাভাবিকতার উল্লেখ করেছেন, আর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নব্যপন্থী বঙ্কিমচন্দ্র দাশু রায়ের অনুপ্রাস যমকের দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হয়েছেন। দুজনেই দাশু রায়ের কবিত্বের কথা স্বীকার করেছেন, কিন্তু সে স্বীকৃতিতে তারতম্য ঘটেছে।

মনে রাখতে হয়, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দেই বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' মাসিকপত্র প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়েছেন। তিনি বঙ্গদর্শনে সেকালের প্রতিষ্ঠিত গদ্য লেখকদের লিখতে আমন্ত্রণ জানাননি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাশংকর তর্করত্ন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্তের সাহায্য প্রার্থনা করেননি। নোতুন সাহিত্যরুচি বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করেছিলেন। সেক্ষেত্রে তিনি নবীন লেখকগোষ্ঠী নির্মাণ করেছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, জগদীশনাথ রায়, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমেশচন্দ্র দত্তকে তিনি বঙ্গদর্শনে লিখতে আহ্বান করেছিলেন।

এই নব সাহিত্যরুচি ঈশ্বর গুপ্ত ও তৎপূর্ববর্তী দাশরথি রায়কে প্রত্যাখ্যান করেছিল। বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্ব-বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় (১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ) 'Bengali Literature' নামে ইংরেজিতে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সে প্রবন্ধে তিনি কিছু তীব্রভাবেই লিখেছিলেন,

> 'A dozen years have not elapsed since Iswar Gupta lived, yet we speak of him of as belonging to a past era.'

এই কারণেই সেদিন ঈশ্বর গুপ্ত ও তৎপূর্ববর্তী দাশরথি রায় প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। কেবল শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা নয়, অশ্লীলতা দোষদুষ্ট বলে দাশরথি রায় ও ঈশ্বর গুপ্তকে পাশ্চাত্য রোমান্টিকতা ধর্মে দীক্ষিত নব্য লেখকগোষ্ঠী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তার ফলে সেদিন দাশরথি রায় (১৮০৪-৫৬ খ্রী) ও ঈশ্বর গুপ্তের (১৮১২-৫৯ খ্রী) রচনাবলী নব্য বাঙালির কাছে দূরতর দ্বীপ বলে প্রতিভাত হয়েছিল।

সেদিন দাশরথি রায় সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'দাশরথি রায়ের জীবন চরিত' গ্রন্থে (১২৮৩ বঙ্গাব্দ) আর একালে শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী 'দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী' (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে। নব্য সাহিত্যরুচি দাশরথি রায় থেকে পাঁচালি' মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, এ সত্য এখানে প্রতিষ্ঠিত।

দাশরথি রায়ের পাঁচালির শিল্পরূপ বিচার একারণেই উপেক্ষিত হয়েছে।

দাশরথি রায়ের পাঁচালির (ও ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার) ভাষা লৌকিক ভাষা ওরফে 'খাঁটি বাংলা' ভাষা। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'প্রাকৃত বাংলা'। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

'প্রকৃত বাঙ্গলা ভাষার রীতিবিরুদ্ধ (idiomatic) রচনাবিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের যে প্রকার পারিপাট্য ছিল, তাহাতে দাশু রায়ের ততোধিক ক্ষমতা দেখা যায়।' (বিপিন-বিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ', বিদ্যাভারতী সংস্করণ, ১৩৭৩, পৃ. ৬৩)

রামপ্রসাদ সেন, দাশরথি রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—তিনজনেই প্রাকৃত বাংলা বা লৌকিক বাংলার শিল্পী ছিলেন। "চল্‌তি গ্রাম্য দেশি বিদেশি শব্দ মিশিয়ে বাংলা বাগ্‌বিধিতে নির্ভর একটি জোরালো জীবন্ত ভাষার স্টাইল" (শ্রীভরতোষ দত্ত, 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব', ১৩৭৫, পৃ. ২৩৫)'এঁরা গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর-তারাশংকর-বঙ্গলাল-মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-অক্ষয়কুমার-ভূদেব যে কাব্যভাষা ও গদ্যভাষা গড়ে তুললেন, তা এই প্রাকৃত স্টাইল থেকে সরে গেল, সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষার উপর নির্ভর করে সাধু রীতির আশ্রয় নিল। রামপ্রসাদ-দাশরথি-ঈশ্বর গুপ্ত ও কবিওয়ালারা যে লৌকিক বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা ছিল প্রাকৃত বাংলার ইডিয়ম-নির্ভর। প্রাকৃত বাংলার হসন্তধ্বনি-বাহুল্য, ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও খাঁটি বাংলা বাক্‌রীতি-নির্ভরতা দাশু রায় ও ঈশ্বর গুপ্তের ভাষার প্রাণ, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। রামপ্রসাদ ও ঈশ্বর গুপ্তের ভাষার এই চারিত্র্য আলোচিত হয়েছে, দাশু রায়ের ক্ষেত্রে তা হয়নি। দাশরথির পাঁচালিতে সুরের আধিপত্য আছে, তবু লৌকিক বাংলার ইডিয়ম ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য অনায়াসলক্ষণীয়।

একটি উদাহরণ গ্রহণ করি। লবকুশের যুদ্ধ। লব কুশ কর্তৃক জাম্বুবান, বিভীষণ, হনুমানের বন্ধন বর্ণনা। লৌকিক ইডিয়মের ব্যবহার, ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও হসন্তধ্বনিবাহুল্য—তিন বৈশিষ্ট্যই এখানে ধরা যায়।

"কারে আছেন ধরাশয়ন, জাম্বুবান বিভীষণ, আর বায়ুপুত্র হনুমান। ধনুর্গুণে বন্দি করে, তিন বীরে স্কন্ধে করে, আনন্দে জানকী-পুত্র যান॥ চেয়ে হনুমানে হাসি, লব বলিছে ও ভাই কুশি, এমন পশু দেখিনে এসব বনে। রাম রাজার এ ভারি যশ, বনের বানর এমন বশ, মানুষের সঙ্গে এসে রণে॥ করিছিলাম এইটে মন, বুঝি শয়েক দেড়শ মন, ওজনে হবে দুজনে তোলা ভার। শঙ্কা ছিল চাগিয়ে তোলা, কিছু নাই তার যেন সোলা, এইটে দেখি ভারি চমৎকার॥ বল বুদ্ধি কিছুই নাই, হনুটোর কেবল তনুটো ভাই, যে কেতে থোও সেই কেতেই যে পড়ে। প্রাণের ভয়ে করে উপ, চুপ বল্লেই অম্নি চুপ, এ একতর দেখ্‌তে ভালো, তামাসা গিয়ে দেখার তপোধনে। মানস করেছি মনে মনে, এটা যদি ভাই পোষমানে, শিক্‌লি দিয়ে রাখ্‌ব তপোবনে॥ দুই ভাই হইয়ে মত্ত, করেন কত পুরুষত্ব, শুনিয়া কহেন হনুমান। কে আছেন স্কন্ধোপরে, প্রকাশ পাইবে পরে, এখন তো সামান্য অনুমান॥"

খাঁটি বাংলা ভাষার এই উদাহরণ থেকেই আমরা দাশরথি রায়ের ভাষার সৌন্দর্য অনুধাবন করতে পারি।

আমার কাছে দাশরথি রায়ের পাঁচালি যে গ্রন্থটি আছে তা পঁয়ত্রিশ বৎসরের পুরানো। প্রকাশকের নিবেদন অনুধাবনযোগ্য.

"সাবধান। সাবধান॥ সাবধান॥॥

ভয়ানক অনুকরণ কাণ্ড

আমরা ক্রমান্বয়ে বহুকাল হইতে ৺দাশরথী রায় প্রণীত পাঁচালী প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। এই পুস্তকের বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া কতিপয় নীচ প্রকৃতির লোক এইরূপ আকারে পাঁচালী প্রকাশিত করিয়া মফঃস্বলবাসী নিরীহ অনভিজ্ঞ লোকদিগকে প্রতারণা করিয়া বিক্রয় করিতেছে। তজ্জন্য আমরা মফঃস্বলবাসী ও সাধারণ গ্রাহক মহোদয়দিগকে সতর্ক করিতেছি যে, উক্ত ৺বেণীমাধব দে মহাশয় পরলোকপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার পৌত্র শ্রীগৌরলাল দে তাঁহার নিজ বসতবাটী ৯০নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, গৌরলাল দে দ্বারা প্রকাশিত। ৺দাশরথী রায় প্রণীত পাঁচালী আসল পুস্তক দেখিয়া ক্রয় করিবেন।

নিউ মহামায়া প্রেস

৯০ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।"

আখ্যাপত্রে মুদ্রিত প্রকাশ তারিখ—সন ১৩৪১ সাল।

"৺দাশরথী রায় প্রণীত ১ম—৫ম খণ্ড পাঁচালী" গ্রন্থের সূচীপত্রটি লক্ষণীয়। পাঁচালীর বিষয়বিন্যাস এর থেকে ধরা যায়।—

সূচীপত্র

॥ প্রথম খণ্ড পাঁচালী ॥

১ শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণ বিরহানন্তর কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন
২ প্রহ্লাদ চরিত্র
৩. রামের রাজ্যাভিষেকোপলক্ষে রামের বনবাস ও সীতা হরণ
৪. শিব বিবাহ
৫ আগমনী
৬. নানা রাগ রাগিণী সংযুক্ত গীত
৭ দক্ষযজ্ঞ

॥ দ্বিতীয় খণ্ড পাঁচালী ॥

১. কালী-কৃষ্ণ বর্ণন
২. অক্রূর সংবাদ
৩. রুক্মিণীহরণ
৪. সত্যভামা ও সুদর্শনচক্র এবং গরুড়ের দর্পচূর্ণ

৫. সত্যভামার ব্রত
৬. মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী
৭. গঙ্গা ও ভগবতীর কোন্দল
৮ মহীরাবণ বধ
৯ শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব

॥ তৃতীয় খণ্ড পাঁচালী ॥

১ লবকুশের যুদ্ধ
২. বলি রাজার নিকট বামনদেবের ভিক্ষা
৩ শ্রীমন্তের কমলে কামিনীদর্শন এবং কারাগারে বন্ধ
৪ শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা বর্ণন
৫ শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা অর্থাৎ দূতীসংবাদ
৬ নানা রাগ-রাগিণী সম্বলিত গীত

॥ চতুর্থ খণ্ড পাঁচালী ॥

১. মান-ভঞ্জন
২. নানা রাগ-রাগিণী সংযুক্ত গীত

॥ পঞ্চম খণ্ড পাঁচালী ॥

১ শ্রীরাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন
২. মাথুর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা
৩. রাবণবধ
৪. দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ
৫ নানা রাগ-রাগিণী ঘটিত গীত
৬. নলিনী ভ্রমরের বিরহ বর্ণন

॥ সূচীপত্র সমাপ্ত ॥

সূচীপত্র থেকেই অনুধাবনীয়, দাশু রায়ের পাঁচালি আধুনিক পাঁচালি। পুরানো পাঁচালির মূল সুর পৌরাণিক, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ভক্তি ও বিশ্বাস। দাশু রায় কেবল দেবদেবীর প্রসঙ্গ বর্ণনা করেননি, সেই সঙ্গে লৌকিক প্রসঙ্গও গ্রহণ করেছেন। যেমন, এই সূচীপত্রের দ্বিতীয় খণ্ড-ভুক্ত 'শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব' ও পঞ্চম খণ্ড-ভুক্ত 'নলিনী ভ্রমরের বিরহ বর্ণন'।

পৌরাণিক কাহিনী ছেড়ে দাশরথি রায় পরিচিত সংসারে পদার্পণ করেছেন। 'শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব' পালার সূচনা হয়েছে এইভাবে ঃ

"আপন আপন ইষ্ট শ্রেষ্ঠ কবি কয়। এক শাক্ত বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব পথমধ্যে হয়॥ ভ্রান্ত জীব অন্ত না বুঝিয়ে করে দ্বন্দ্ব। কেহ বলে মোর কালীব্রহ্ম কেহ বলে গোবিন্দ॥ ...উভয়ের মন তোরে মন্ত্রণা আমি বলি। অভেদ শিববামায় যা বাধা সা কালী॥ শুনি বাক্য শুরু বাক্য করয়ে প্রামণ্যি। একে পঞ্চ পঞ্চে এক না ভাবিও ভিন্ন॥

বাগিণী সুরট। তাল জৎ।

মন ভাবরে গণপতি, ঐক্য কর দিবাপতি, পশুপতি কমলাপতি
পতিতপাবনী তারা। একে পঞ্চ পঞ্চে এক ভ্রান্ত
ভেবে হয় সারা॥ গোবিন্দ শিব শক্তি, অভেদ
ভাবেতে ভক্তি, করে যারা ভব উক্তি, ভবে মুক্তি পায়
তারা॥ ওরে ভ্রান্ত মন শুন্ তো বলি, বৃন্দাবনে বনমালী,
কৈলাসে মহেশ রূপ ধরে কালী ভয়ঙ্করা। এক ব্রহ্ম
নহে ভিন্ন, রামরূপে রাবণ ধন্য, ত্রিলোক নিস্তার
জন্য, গঙ্গারূপে ত্রিধারা॥

এক বৈরাগী বৃত্তান্ত বলি ছিল বাগবাজারে। যেখানেতে মদনমোহন গোকুল মিত্রের ঘরে। নাম তার নিমাই দাস গৌরপরায়ণ। মদনমোহনের বাটিতে করে হরি-সংকীর্তন॥..

তখন সেবাদাসীকে কৃপা করি গাঁজায় দিয়ে টান। বাহিরে গিয়ে বাবাজী করে গৌর গুণ গান॥

বাগিণী খাম্বাজ। তাল খেম্‌টা।

যদি ভজবি সোনার বরণ গৌরাঙ্গ। ছাড় রঙ্গ পর
কৌপিন কর কি মন করে কর কবঙ্গ।..

সেই পথে এক শক্তি যান, কালী নামে তুলি তান, কালীঘাট গমনে করি ঘটা। রক্তযন্ত্র পরণে শোভা, দুই কাণে দুই রক্তজবা, রক্ত চন্দনের করে ফোঁটা॥ রক্তচক্ষু প্রেমে উতলা, গলায় রক্তজবার মালা, গমন হতেছে অবিলম্বে। মুখে ঘন ঘন বাণী জয়কালী কালচারিণী, তুমি গো মা জয় জগদম্বে॥ বৈরাগী করে গৌরগান, শাক্তের তাতে গেল কাণ, হাস্যমুখে কয় করি ঘটা। ত্যজে শঙ্করী কালীকে, গান পাও নাই আর মুল্লুকে, নির্বংশের বেটা॥"

তারপর শাক্ত ও বৈষ্ণবের তুমুল তর্ক। শেষে—

"উভয়েতে দ্বন্দ্ব করি উভয়ে পরাভব। উভয় পক্ষে উল্লা হলো উভয়ে নীরব॥ দুঃখে দোঁহার চক্ষে ধারা মনঃ অভিমানে। উভয়ে চলিল উভয় ইষ্ট বিদ্যমানে॥ উভয়ে চৈতন্য দেন উভয়ের ইষ্ট। কৃষ্ণ হয়েছেন কালীরূপ কালী হয়েছেন কৃষ্ণ॥ কালী

কালী বলি শাক্ত কালীঘাটে আসি। দেখেন শ্যামরূপ হয়েছে শ্যামা শঙ্কর মহিষী ॥ ··বৈষ্ণব আসিয়ে বিষ্ণু মন্দিরের মাঝে। দেখে শ্যামারূপে শরোপরে কেশব বিরাজে ॥

কালীকৃষ্ণ অভেদ আত্মা হৈল জ্ঞানোদয়। উভয়ে হইল অতি আনন্দ হৃদয় ॥ বন্ধু সনে বিবাদ কি জন্যে হায় হায়। সেই পথে উভয়ে আইল·পুনরায় ॥ উভয়ে উভয়ে হেরি মগ্ন প্রেমভরে। কৃষ্ণকালী তুল্য বলি কোলাকুলি করে ॥

গীত মিলন আদ্য গীতের অন্তরা।

তাদের উভয়ে হইল ঐক্য, দুজনে করি সখ্য, বলিছে প্রেমবাক্য,
নয়নে বহিছে ধারা। গেল ধন্দ গেল দ্বন্দ্ব, দূরে গেল
মন সন্ধ, জানিল যে শ্রীগোবিন্দ, সে ভবানী ভাবদারা ॥"

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় থেকে দাশরথি রায়ের কাহিনী বিন্যাস কৌশলটি ধরা যায়। গান ও কথকতার যৌগপদ্য মিলন ঘটেছে এখানে। ভক্তি ও বাস্তববুদ্ধি, দুয়ের সংযোগ দেখা যায় শাক্ত ও বৈষ্ণবের চরিত্র-চিত্রণে। ধন্যাত্মক শব্দ ও হসন্তধ্বনির প্রয়োগ যেমন আছে, তেমনি আছে লৌকিক ইডিয়মের ব্যবহার। সমস্তটা মিলিয়ে লৌকিক বাংলার শিল্পরূপ।

'নলিনী ভ্রমরের বিরহ বর্ণন' লৌকিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। অশ্লীলতা এর প্রধান উপাদান এবং তা ভদ্ররুচির বিরোধী।

"আর আর ফুলের কাছে আমার কেমন আদর তা জানিস্।" এই প্রশ্নের উত্তরে ভ্রমরের উপমা-মালা বহুদর্শিতা, অনুপ্রাসপ্রিয়তা ও অশ্লীলতার ভিত্তিতে রচিত।

"আর আর ফুলের কাছে আমার এম্নি আদর আছে। যেমন একজেতে পুরুতের আদর যজমানের কাছে ॥ রোগী যেমন যত্ন করি বৈদ্যের আদর রাখে। চাকুরে ভাতারের আদর যেমন মেগের কাছে থাকে ॥ ষষ্ঠির আদর যেমন পোয়াতির নিকটে। বর্ষরের আদর যেমন ফরিয়াদীর কাছে ঘটে ॥ লোচ্চার কাছেতে যেমন কুটনি আদর পায়। গোঁসায়ের আদর যেমন বৈরাগীর আখড়ায় ॥ মাতালের নিকট যেমন শুঁড়ির আদর ঘটে। ভগবানের আদর যেমন ভক্তের নিকটে ॥ গুণ বোদ্ধার কাছে যেমন গুণির সমাদর। চাষার নিকটে যেমন বলদের আদর ॥ হাড়িঝির আদর যেমন নারী প্রসবের সময়। পাঁঠা বিক্রীর আদর যেমন আশ্বিন মাসে হয় ॥"

কথার নেশায়, উপমার নেশায় দাশু রায় মত্ত ছিলেন। তার প্রমাণ তাঁর বিখ্যাত 'অক্রুর সংবাদ' পালাতেও পাই।

"শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন শুনিয়া কুটিলের কিরূপ আহ্লাদ।"—এই প্রশ্নের উত্তরে দাশু রায় রচেছেন উপমার মালা :

"যেমন প্রবাসী পতি ঘরে আইলে যুবতীর আহ্লাদ ঘটে। বন্দুয়ানের আহ্লাদ যে দিন পায়ের বেড়ি কাটে ॥ বন্ধ্যা নারীর আহ্লাদ যেমন গর্ভ হঠাৎ হোলে। অগ্রদানীর আহ্লাদ হয় বুড়ো ধনী মোলে। তিন পুরুষে পিরিল যেমন জাতি পেয়ে আহ্লাদ

মনে। জোবো রোগীর আহ্লাদ যেমন অন্ন পথ্যের দিনে॥ দারোগার আহ্লাদ কোথাও করিলে ডাকাইত গ্রেপ্তারি। খেলওয়াড়ের আহ্লাদ যেমন পাশাতে পড়িলে আড়ি॥ দরিদ্রের আহ্লাদ কোথাও হঠাৎ ধন পেলে। পেটুকের আহ্লাদ কোথাও ফলারের নিমন্ত্রণ হলে॥

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন সংবাদে কুটিলার আহ্লাদের তুলনায় যে উপমাচিত্র তার চমক অপ্রত্যাশিত—"দারোগার আহ্লাদ কোথাও করিলে ডাকাইত গ্রেপ্তারি।" 'অগ্রদানীর আহ্লাদ হয় বুড়ো ধনী মোলে।"

উপমার এই অপ্রত্যাশিত চমক ঈশ্বর গুপ্তেও আছে—

শয্যায় ভার্যার প্রায়
ছারপোকা ওঠে গায়।

তির্যক গাঢ়বন্ধ বাক্‌ভঙ্গি দাশু রায় ও ঈশ্বর গুপ্ত—উভয়ত্রই উপস্থিত। ইডিয়ম-নির্ভরতা ও উপমার সপ্রতিভতা দুজনের ক্ষেত্রেই অনায়াসলক্ষণীয়। 'সে ত আর ঘোল খেয়ে গোল নাহি করে' (নিবেদন), 'জলে নাহি তেল মিশে' (কিছু কিছু নয়)। 'গৌরব করিয়া কত গোঁফে দাও পাক' (সব হ্যায় ফাঁক)। 'জানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভাঁড়ে মা ভবানী' (পাঁটা)—ঈশ্বর গুপ্তের এই ইডিয়মনির্ভরতা দাশু রায়ে দুর্লক্ষ্য নয়। যেমন, এই 'অক্রুর সংবাদ' পালাতেই পাই ঃ

"নিশিযোগে দেবকীর বন্ধন মুক্ত করি। প্রভাতে উঠিয়া বলরামে কহেন হরি॥ কংস সভাসদ মাত্র সমগুলি ভদ্র। ইহার ভদ্র উপায় বল কিছু-দাদা বলভদ্র॥ আমাদের পরণে ধড়া, মাথায় চূড়া, ভদ্রতা ভাব কৈ। নব্য বয়েস বটে কিন্তু সভ্য ভব্য নই॥ কিছু বস্ত্র পেলে, পরে গেলে, ভ্রম থাকে সভাতে। বলাই বলে ভাই পেলে বস্ত্র পরিবে কি রূপেতে॥ হেন সময় কংসের রজক আইল তথায়। কংস বস্ত্র বস্তা বেন্ধে বাস্তা বোয়ে যায়॥ দেখি কৃষ্ণ ডাকেন তাকে হেলাইয়া হস্ত। আয় রে দুটি ভাই, সভায় যাই, চাবিখানি চাই বস্ত্র॥ হয়ে খাপা, বলছে ধোপা, দেই বস্ত্র ঘসিয়ে। জাতি গোয়ালা, পাথা পাগলা, যা ইচ্ছে তাই কহিস॥ আমি দিনে তিনবার, হয়ে নদীপার, গোকুলে গিয়া থাকি, তোর বাপের খবর, কাপড় চোপড়, পরার বেওরা রাখি॥ দিয়ে মার্গে দড়ি, হাতে নড়ি, মাঠে চরাস গাই। তুই রাখাল হয়ে চাস রাজবস্ত্র, তোর চক্ষের পরদা নাই॥ এ কাশ্মীরি শাল, বেসমী রুমাল, মখমলাদি কত। মলমলের থান, চাদর কখান টাকা তোলা ইহার সুত॥ এ চাপকান কারা, তোমার নন্দবাবা, দেখে কখন থাকবে। ইহার নাম জানিস নে, দাম শুনে তোর দাঁতকপাটি লাগিবে॥ তখন কোপে কৃষ্ণ, কাঁপে ওষ্ঠ, শুনে রজকের কথা। করাঘাতে, তৎক্ষেণেতে, কাটেন তার মাথা॥ মথুরায় সর, হলো কলরব, বলে ভাই কি লেটা। প্রাণ বাঁচা দায়, হলো মথুরায়, হাতে মাথা কাটা॥ যত প্রজায়, বলে গে রাজায়, ভয়ে সরে মরা। করিছ কি কাজ, মরি মহারাজ হা, মা, কা, করে সারা॥

এ মত যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। 'দক্ষযজ্ঞ' পালা (প্রথম খণ্ড পাঁচালি) থেকে সামান্য উৎকলন করি—সতীর পিতৃগৃহে গমন ও দক্ষবাণীর কন্যা-সম্ভাষণ ঃ

"হরষিত অন্তরে মায়ের চরণোপরে,
অর্ঘ্য আনি করিল প্রদান।
সেইক্ষণে নন্দী কন, করে দেখি নিরীক্ষণ,
নিরক্ষিয়া জুড়াল নয়ন ॥
ধনেশ করিয়া দৃষ্ট, হইলেন মহাতুষ্ট,
শিবভক্তে সাধুবাদ করে।
এমন সুসাজ করি, বৃষ পৃষ্ঠে ত্বরা করি,
শঙ্করী চলেন দক্ষ-পুরে ॥
হেথায় প্রসূতী বাণী, নাহি হেরে দাক্ষায়ণী,
কান্দি কহে কাতর অন্তরে।
বুঝি বা আমার সতী, অভিমানী হয়ে অতি,
না আইল যজ্ঞ দেখিবারে ॥
এমন সময়ে তবে, দ্বারে উপনীতা শিবে,
দেখিয়া এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ।
পৃথীমধ্যে ধেয়ে চলে, দক্ষ-মহিষীরে বলে,
আমি মা গো কর নিরীক্ষণ ॥"

রাগিণী ঝিঝিট। তাল জৎ

ওমা প্রজাপতি মহিষি! প্রসূতি! হের, তোমার যজ্ঞেশ্বরী
সতী এলো ঐ ॥
যে দুঃখে দুঃখিত ছিলে, আজি আসি কর কোলে,
সেই ব্রহ্মময়ী।
সামান্যা নয় তব কন্যা, ত্রিলোচনী ত্রিলোক-মান্যা,
এ যজ্ঞ কি পূর্ণ হয় অন্নপূর্ণা বৈ।

এই বাণী শুনে রাণী উন্মাদিনী প্রায়।
কৈ সতী বলিয়া অতি বেগে তথা যায় ॥
অম্বিকারে দৃষ্টি করে বাহিরেতে এসে।
একবার 'আয় মা' বোলে, লইয়া কোলে,
নয়ন জলে ভাসে

সতী যথা, যান তথা, দক্ষসুতাগণ।
বলে ভব গৃহিণীবে দিব, দিব্য আভিবণ॥
তথাকাবে, গমন কবে অভয়াবে হেবে।
হেবি তাবা, তাদেব তাবা আর নাহি ফিবে॥

এই অংশ থেকে দাশবথির পাঁচালিব সাহিত্যগুণ অনুধাবন কবা সম্ভব।

ঈশ্বব গুপ্তেব ভাষাব আদর্শ ছিল বাংলাব মৌখিক ভঙ্গি, ববীন্দ্রনাথেব ভাষায 'বাংলা ভঙ্গিওয়ালা ভাষা'। বঙ্কিমচন্দ্রেব অভিমত ঃ

"তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা,-বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিযাছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণেব ভাষায়, আব কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতিজনিত কোন বিকাব নাই—ইংবেজিনবিশীব বিকাব নাই।" ('ঈশ্বর গুপ্তেব জীবনচবিত্র ও কবিত্ব')

বঙ্কিমচন্দ্রেব অভিমতে একটি মূল্যবান ইঙ্গিত আছে—ঈশ্বব গুপ্তেব পদ্য ও গদ্যের একই রীতি—খাঁটি বাংলা রীতি। তাঁব পদ্যভাষা কথ্যভঙ্গিব বীতিতে গঠিত (পয়াবেব অলঙ্ঘনীয় শাসন ছাড়া তার মধ্যে কাব্যভাষাব নাম গন্ধ নেই), আসলে তা সংবাদপত্রেব ভাষা—সংবাদিকেব কলমে লেখা পদ্যভাষা। এব অনেক ছত্রই আজ প্রবাদে পবিণত, এখানেই তাব সার্থকতা। যেমন,

কলকাতাব বর্ণনা ঃ বেতে মশা দিনে মাছি,/এই তাড়য়ে কল্‌কেতায় আছি

অথবা, ঈশ্বর সম্বোধন ঃ তুমি হে আমাব বাবা, 'হাবা আত্মারাম'।

বিবিদের সম্বন্ধে উক্তি ঃ বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে।

অথবা, বিবিজান চলে যান, লবেজান কোবে।

বঙ্গদেশ সম্বন্ধে স্মবণীয় উক্তি ঃ এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু বঙ্গভবা।

দেশপ্রেমেব আহ্বান ঃ কতরূপ স্নেহ কবি/দেশেব কুকুব ধরি,/
বিদেশেব ঠাকুব ফেলিয়া।

মহারানী ভিক্টোবিয়াব স্তুতি ঃ পদ্যের চবণবিভাগ তুলে দিলে অনাযাসে গদ্য বলে গ্রহণ করা যায়,

তুমি মা কল্পতরু, আমবা সব পোষা গোরু,/শিখিনি শিং বাঁকানো,/কেবল খোল বিচালি ঘাস,/যেন বাঙা আমলা, তুলে মামলা,/গামলা ভাঙে না,/আমব পেলেই খুশি হব,/ঘুসি খেলে বাঁচব না।

ইডিয়ম-নির্ভবতা, কথ্যভঙ্গিব বাক্‌বীতি এখানে লক্ষণীয়। আব চূড়ান্ত অনু প্রিয়তাব (গদ্য) নিদর্শন ঃ

"রামপ্রসাদের পদী রামপ্রসাদের পদ হইয়াছিল, তিনি পদের বলেই পদে ছিলেন, ইহাতে সামান্য পদের প্রয়োজন কি ? পদ পাইয়াই পদ পাইয়াছিলেন, সেন সদাত্মার যে পদ, তাহাই বিপদ; অথচ বিপদ নহে, বিপদ-নাশক বিপদ। যিনি যথার্থ দ্বিপদ, তিনিই এই পদ ও বিপদের মর্মগ্রাহী হইবেন, নচেৎ অপর কেহই তাহার যোগ্য হইতে পারিবেন না।" ('কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন', সংবাদ প্রভাকর। ১৫ ডিসেম্বর, ১৮৫৩ খৃঃ। ১ পৌষ ১২৬০ বঙ্গাব্দ)।

ঈশ্বর গুপ্তের গদ্যভাষার যেসব বৈশিষ্ট্য এতক্ষণ লক্ষ্য করেছি, তা দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে লক্ষ্য করা যায়। কথ্যভঙ্গিম বাক্‌রীতি, অনুপ্রাসপ্রিয়তা, হসন্তধ্বনিবাহুল্য ইডিয়ম ও প্রবাদ-প্রবচন-নির্ভরতা, এককথায় দেশজ বাংলা বাগ্‌ভঙ্গিযুক্ত ভাষা, রবীন্দ্রনাথের কথায় 'বাংলা ভঙ্গিওয়ালা ভাষা'। ঈশ্বর গুপ্তের এই বাক্‌রীতির আদর্শ রামপ্রসাদ সেন বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত এক্ষেত্রে দশরথি রায়ের কাছে অধিকতর ঋণী বলে আমার মনে হয়। উভয়ের পদ্যভাষা, পাঁচালির কথ্যভঙ্গিম রীতি ও সংবাদিকতার রীতি—দুয়ের মধ্যে ব্যবধান সামান্য। পয়ার ত্রিপদীর অলঙ্ঘনীয় শাসন ছাড়া দুজনের কাব্যভাষায় আনুগত্য কথ্যরীতির কাছে। সেকারণে বাংলা কথ্যভঙ্গিম ভাষারীতির আলোচনায় দাশরথি রায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

দাশরথি রায়ের পাঁচালির অনেক অংশ পদ্যের ছদ্মবেশে কথ্যভঙ্গিম গদ্যভাষা একথা মনে করলে ভুল হবে না। এতক্ষণ দাশরথির ভাষাবিচারে আমরা তা লক্ষ্য করেছি। পূর্বধৃত লৌকিক পালা 'শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব' পালার একটি অংশ-বিচারে এই সত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ঃ

"পুনর্বার বৈষ্ণব কহিছে শাক্তের আগে।
তুই কূল পাবিনে অকূল ভবে গোকুলচন্দ্রের বাগে॥
বল্লি সাঁতারে যাব ভবসমুদ্র কিনারা কোথা পাবি।
অকূল তরঙ্গে পড়ে খাবি কেবল খাবি॥
শাক্ত বলে ভক্তি যদি থাকে আমার শক্তি পদোপান্তে।
কার শক্তি ডুবায় হেলায় মুক্তি পাব অন্তে॥
কৃষ্ণে যদি কৃপা করি না রাখেন সঙ্কটে।
তারিণীর পদতরণী আমার আছে ভবের ঘাটে॥
ভবপারের ভাবনা কি যে ভববাণীকে ভজে।
সুপ্রিম কোর্টে ডিক্রী হলে কি করিবে জেলার জজে॥
মা সদয় থাকলে আমি লঙ্ঘে ভব তরিব।
না হয় মাকে বলি ভবসমুদ্রের পুলবন্ধি করিব॥

বৈষ্ণব কবিছে উক্তি, প্রধানা তুই বল্লি শক্তি, ভক্তিহীন হতভাগ্য।
বিষ্ণুর আগমন ভিন্ন, কোন কর্ম্ম হয় সম্পন্ন, দুর্গা পূজা আদি যাগযজ্ঞ॥
বিষ্ণুবে কবি শরণ, অগ্রে কবে আগমন, সাঙ্গ ক্রিয়া কৃষ্ণে সমাপন।
স্নানদান ধ্যান পুণ্য, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি জন্য, সঙ্কল্প করয়ে জগজ্জন॥"

পদ্যের চরণবিন্যাস তুলে দিলে এই অংশকে গদ্য ভাষা বলে চালানো যায়।

পাঁচালিকার দাশরথি রায় নানা দিক্ থেকে ভাষারীতি, ছন্দ, উপমা, কাহিনী-বিন্যাস, দেশজ ঐতিহ্য ও বাক্‌রীতির প্রতি আনুগত্য—সব দিক্ থেকেই তিনি আমাদের মনোযোগ দাবি করেন। যে মনোযোগ আমরা ঈশ্বর গুপ্তকে দিয়েছি, তা দাশরথিরও প্রাপ্য।